ঊষা-হরণ

উষা-হরণ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম. এ.

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ঃ

প্রথম অভিনয়—শনিবার, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪০

প্রাপ্তিস্থান—
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১২, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

— এক টাকা

ফাইন আর্ট প্রেস,
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীরাধারমণ দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

শ্রীমতী কনকলতা দাশগুপ্তা

কল্যাণীয়াসু—

সংগঠনকারীগণ

সত্বাধিকারী	শ্রীসলিলকুমার মিত্র বি, কম্
ম্যানেজার	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র
সুরশিল্পী	সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র দে
মঞ্চশিল্পী	শ্রীপরেশ বসু (পটল বাবু)
নৃত্যশিল্পী	শ্রীব্রজবল্লভ পাল
আলোক সম্পাতকারী	শ্রীমন্মথ ঘোষ
বেশকারক	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
আবহ সঙ্গীত	শ্রীদুলাল মল্লিক

যন্ত্রীসঙ্ঘ

শ্রী বিদ্যাভূষণ পাল
শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য
শ্রীবনবিহারী পান
শ্রীমথুর শেঠ
শ্রীবসন্ত মুখোপাধ্যায়
শ্রীললিতমোহন বসাক

প্রথম অভিনয় রজনীর

অভিনেতৃ সঙ্ঘ

মহাদেব	শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণ	শ্রীভূপেন চক্রবর্ত্তী
বলরাম	শ্রীবঙ্কিম দত্ত
অনিরুদ্ধ	শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়
সাত্যকী	শ্রীসন্তোষ ঘটক
ইন্দ্র	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
বৈশ্বানর	শ্রীরবি রায় চৌধুরী
কার্ত্তিক	শ্রীউমাপদ বসু
বাণ	শ্রীজয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
সুভদ্র	শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য
বেত্রাসুর	শ্রীবিমল ঘোষ
রোহিতাশ্ব	শ্রীরঞ্জিৎ রায়
বক্কেশ্বর	শ্রীঅমূল্য মুখোপাধ্যায়
কুষ্মাণ্ড	শ্রীবিষ্ণু সেন
অন্যান্য ভূমিকায়	ব্রজেন বাবু, প্রসাদ বিশ্বাস, অনিল রায়, সন্তোষ, নলিন বাগ।
পার্ব্বতী	শ্রীমতী রাধারাণী
উর্ব্বশী	শ্রীমতী তারক বালা
সুদক্ষিণা	শ্রীমতী নিভাননী
উষা	মিস্ লাইট
বিরজা	শ্রীমতী দুর্গারাণী
অন্যান্য ভূমিকায়	রাজলক্ষ্মী, সরসী, বীণা (দুইজনা) লীলাবতী, শেফালি, হাসি, আশা, পারুল, শান্তি, রবি, পুষ্প, কমলা, মুক্তা, ইরা, রাণী।

চরিত্র পরিচয়

—:*:—

শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, ইন্দ্র, কার্ত্তিক, বলরাম, সাত্যকী

অনিরুদ্ধ—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র।

বাণ—দৈত্যরাজ।

সুভদ্র—ঐ সেনাপতি।

বেত্রাসুর—সুভদ্রের পুত্র।

রোহিতাশ্ব—বাণের পারিষদ।

কুষ্মাণ্ড—
বকেশ্বর— } দৈতদ্বয়।

দেবগণ, দূত, সৈন্যগণ ইত্যাদি।

*

পার্ব্বতী, বিরজা, উর্ব্বশী,

সুদক্ষিণা—বাণের মহিষী।

ঊষা—ঐ কন্যা।

অপ্সরাগণ, বনবালাগণ ইত্যাদি।

———

উষা-হরণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মানস সরোবর তীর।

অপ্সরাদের গীত।

চুপিসারে কথা কও শুধু ইসারায়—
আরো কাছে সরে এসো নাহি ক্ষতি তায়
মৃদুপায় মধুবায় আসে মনচোর ;
সাড়া পেলে যাবে চলে ভেঙ্গে ঘুমঘোর।
বাহুটি এলায়ে রাখো
চোরা ঘুম চোখে নীরবে জাগিয়া থাকো ;
চুম দিতে যবে নামাবে অধর
আদরে বাঁধিও বঁধুয়ায়॥

(বাণের প্রবেশ)

বাণ। মানস সরসী পারে কৈলাস শিখরে
যোগীশ্বর মহেশ ভবন।
কোলাহলে শঙ্করের তপ বিঘ্ন ভয়ে
কুসুম-ভূষণ ত্যজি বনস্পতি বিবাগী যেথায় ··
বায়ু যেথা রুদ্ধশ্বাসে বহে মৃদু পায়ে···
অকস্মাৎ সে প্রদেশে একি গীতোৎসব !
কে তোমরা মোহিনী সুন্দরী,
নৃত্যগীত কর আজি কামজয়ী শঙ্করের পুরে ?

উর্ব্বশী। ত্রিলোক কামনারূপা অপ্সরা ইহারা···
উর্ব্বশী আমার নাম রাণী ইহাদের।

বাণ। উর্ব্বশী ! সুর-সভাতল ত্যজি কি কারণ বিজন প্রদেশে ?

উর্ব্বশী। জন সমুদ্রের স্তুতি
আর মোর ভালো নাহি লাগে ;
তাই বাস বাঁধিনু বিজনে।
গোপন মনের কথা বিজনেই বলা যায় আপনার জনে।

বাণ। উর্ব্বশী !

উর্ব্বশী। চমকিত কেন সখা ? কি কারণ স্ফুরিত অধর ?
হের হের অই সরসীর তীরে
কুবলয় পত্রদামে রচিত শয়ন···
বর তনু প্রসাধন তরে
চন্দন নির্য্যাস আছে সুবর্ণ ভৃঙ্গারে !

অন্তর নির্য্যাস চাহ ? তাও দেব···
তাও আছে পরিপূর্ণ হেমকান্তি দেহের ভৃঙ্গারে !

বাণ । উর্ব্বশী আমি তপাচারী !

উর্ব্বশী । জানি আমি হে সুন্দর,
সেই তব তপস্যার ফল সম্মুখে উদিত হের···
ব্রীড়া-নম্র, প্রেমমুগ্ধ, যৌবন উচ্ছল !
সঙ্কোচ কিসের এত ? ধর···ধর হে পুরুষ,
পৌরুষ মণ্ডিত ভুজে ধর রমণীরে,
নিটোল রক্তিম ওষ্ঠ নিঙারিয়া লহ
প্রণয় চকিত ভীরু প্রথম চুম্বন !

বাণ । চুম্বন ! আমারে চুম্বন দিবে ?
তুমি দেবি, শ্বেতকায় দেবের বাঞ্ছিতা···
আমি কৃষ্ণকায় জাতি দেবের ঘৃণিত ।

উর্ব্বশী । তবু ভালবাসি তোমা ; জ্ঞান হয়—
অই কালো জগতের আলো ।

বাণ । হাঃ হাঃ হাঃ । শ্বেতাঙ্গিনী দেববালা কহে
কালো নাকি জগতের আলো !
কালোর প্রণয় ভিক্ষা দীন কণ্ঠে করে দেবাঙ্গণা !
হায় হায়, কেহ নাই এ বিজনপুরে
শুনিতে এ বিচিত্র বারতা !
দেবপ্রিয়া স্বেচ্ছায় সাজিতে চাহে
দাস জাতি দানবের দাসী !
হাঃ হাঃ হাঃ !

ঊর্ব্বশী। প্রিয়তম !

বাণ। শুনহে ঊর্ব্বশী,
দাসী সম বাম অঙ্কে বসায়ে তোমারে
মদগর্ব্বী দেবগণে জনে জনে
সেই দৃশ্য দেখাই যদ্যপি···গৌরব বাড়িবে তাহে ;
কিন্তু দেবি, তা হ'তে অধিক আমি লভিব গৌরব
এই অযাচিত প্রেম দেব-ললনার
অবহেলে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়া।

ঊর্ব্বশী। প্রিয়তম !

বাণ। দাঁড়াও সুন্দরি, কালোরে বেসেছ ভাল
কোথা যাবে নাহি লয়ে প্রেম উপহার ?
ওই দেহ ওই দেহ শ্বেতকায় দেবের বাঞ্ছিত
আসিয়াছে স্বেচ্ছাভরে কালোর কবলে,
কালো তারে আছাড়িয়া ফেলিবে ও পাষাণ ফলকে·
কুন্দ-বিনিন্দিত-তনু শিলাতলে চূর্ণীকৃত হবে।
হাঃ হাঃ হাঃ !

ঊর্ব্বশী ও অন্য নারীগণ } রক্ষা কর·· রক্ষা কর—

বাণ। হাঃ হাঃ হাঃ

[ধরিতে গেল···অপ্সরাগণ ভীত হইয়া ইতঃস্তত ছুটিতে লাগিল। ইন্দ্রের প্রবেশ ও ঊর্ব্বশীসহ অন্যান্য অপ্সরাগণের প্রস্থান।

ইন্দ্র। দৈত্যপতি বাণ—

বাণ। কে! দেবেন্দ্র বাসব!

ইন্দ্র। অসহায়া রমণীরে নির্য্যাতিতা কর!
এই বুঝি ব্রত তপস্বীর? ধিক্ তোমা—
নারী নির্য্যাতন লাগি সেজেছ তাপস!
সত্বর প্রস্তুত হও দণ্ড নিতে গুরু অপরাধে!

বাণ। দণ্ডদাতা, দণ্ড তব লব শির পাতি।
পূর্ব্বে তার এক প্রশ্ন করি—বলিতে পার কি দেব,—
কি কারণ উর্ব্বশী মদন মত্ত যোগীর আশ্রমে?
কি কারণ কাহার ইঙ্গিতে ব্রহ্মচারী তাপসেরে
চাহে বামা বিঁধিবারে কটাক্ষের শরে!

ইন্দ্র। দৈত্যরাজ!

বাণ। নীরব কি হেতু ইন্দ্র? কহ স্পষ্ট করি—
কে প্রেরণ করেছে উহারে?
কার স্বার্থে লেগেছে আঘাত?
তপ সিদ্ধিপথে মোর বাধা দানিবারে
কামরূপা উর্ব্বশীরে রাখিয়া সম্মুখে—
নির্ল্লজ্জ ভীরুর সম অন্তরালে কে আছে দাঁড়ায়ে?
দণ্ড যদি নিতে হয় দণ্ড প্রাপ্য কার?
আমার? কিম্বা ওগো তপবিঘ্ন নির্ল্লজ্জ বাসব,
সে দণ্ড তোমার!

ইন্দ্র। আমি বিঘ্ন আনিয়াছি—
তপভঙ্গ তরে আমি উর্ব্বশীরে করেছি প্রেরণ—
হেন বাণী কহ দৈত্য রাজ?

বাণ। শুধু আমি নহি···সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বলোক মুখে
ঐ একই কথা করেছি শ্রবণ।
যুগে যুগে যত ব্রহ্মচারী
দুঃসহ কঠোর ব্রত করে উদযাপন···
যুগে যুগে তুমি তথা বিভ্রাট ঘটাতে শুধু করেছ প্রয়াস !
হীনমতি দেবরাজ ! ইন্দ্রত্ব রক্ষণ হেতু এত শঙ্কা তব ?
আমারে দমন করি তুমি হবে বড় !
ফিরে যাও—ফিরে যাও স্বর্গলোকে ত্বরা···
আয়োজন কর তব স্বর্গ রক্ষিবারে।

ইন্দ্র। দাঁড়াও দানবপতি,
রূঢ়ভাষে ভর্ৎসিয়া আমারে—
উচ্চশিরে গর্ব্বভরে কোথা যাবে তুমি !
স্বর্গ জয় কামনা তোমার !
স্বর্গের সীমান্ত রেখা দেখিবার আগে
শমন ভবন তোমা করাব দর্শন !

বাণ। বধিবে আমারে ?
মনে নাই···এ নহে পৃথিবী কিম্বা অমর আলয়···
ইচ্ছামাত্র বজ্র হেথা দেখা দিবে বুঝি ? হাঃ হাঃ হাঃ।

ইন্দ্র। সত্য বটে, শিবলোকে বজ্র মোর সতত অচল !
শিবপুরী···শিবপুরী মাঝে দৈত্য
চলে যায় বাসবেরে করিয়া শাসন !
ওঃ ! পরাজয় গ্লানি লয়ে ফিরিনু লজ্জায় !

[প্রস্থান।

বাণ। হাঃ হাঃ হাঃ— [প্রস্থানোদ্যত।

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

কার্ত্তিক। দাঁড়াও দানব—

বাণ। কে…কার্ত্তিকেয়! দেবদেব শিবের তনয়!

কার্ত্তিক। হ্যাঁ, শিবলোকে ইন্দ্রবজ্র অচল যদ্যপি—
অচল নহেক জেন শিবসুত কুমারের শর!

বাণ। জানি তাহা কার্ত্তিকেয়! আমি সেই শিবের কিঙ্কর।
সচল তোমার বাণ, মম অঙ্গে কোমল চুম্বন দিবে—
যেন পুষ্পশর!

কার্ত্তিক। স্বর্গজয় কামনা করিয়া পদ মাত্র সম্মুখেতে হলে অগ্রসর
সে দণ্ডে বুঝিবে মূঢ়,—
কার্ত্তিকেয় তূণে বদ্ধ পুষ্পশর কিম্বা মৃত্যুশর।
হিত যদি চাহ দৈত্য, ত্যজহ কৈলাস।

বাণ। ত্যজিব কৈলাস!
ইষ্টদেব হরপার্ব্বতীরে মম না করি দর্শন!

কার্ত্তিক। হ্যাঁ হ্যাঁ—সকাম সাধক তুমি…
স্বর্গজয় কামনা তোমার!
দেব সেনাপতি কভু দিবে না যাইতে তোমা
হরের সমীপে!

বাণ। যদি যাই, কি করিবে তুমি?

কার্ত্তিক। যুদ্ধদান না করি আমারে
পদমাত্র অগ্রসর হতে নাহি দিব!

বাণ। আমি যাব। হ্যাঁ…মুক্তকণ্ঠে করিনু প্রচার
স্বর্গজয় কামনা আমার।

মদগর্ব্বী যে দেবতা যুগে যুগে নরজীবে করে নির্য্যাতন
সেই হীন দেবতার সর্ব্বদম্ভ দমন কারণ
মহাবর মাগিবারে—চলিয়াছি শিবের সকাশে।
বাধা দিবে কার্ত্তিকেয় ?
দেহ বাধা সাধ্য যদি থাকে !

কার্ত্তিক। ক্ষান্ত হও···ক্ষান্ত হও দানব ঈশ্বর !
তবু শুনিবে না কথা !
ধনুকে যোজিত বাণ—
মহা মৃত্যু গ্রাসিল তোমারে

[বাণ সন্ধান ; কিন্তু তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

বাণ। হাঃ হাঃ হাঃ—

কার্ত্তিক। একি···লক্ষ্য ভ্রষ্ট আমি !
পুনরায় করিব সন্ধান !
অব্যর্থ আমার লক্ষ্য—
মৃত্যু তব এবার নিশ্চয় !

[বাণ সন্ধান ; তাহাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

বাণ। হাঃ হাঃ হাঃ—

কার্ত্তিক। আশ্চর্য্য ! বাণ মম বায়ু স্রোতে কোথা ভেসে যায়।
পুনর্ব্বার···পুনর্ব্বার—

বাণ। না···পুনর্ব্বার নাহি দিব সন্ধানিতে শর !
শীঘ্র গতি কর ত্যাগ হস্তের কার্ম্মুক।

কার্ত্তিক। না না—কভু ত্যজিব না···
এই হের কালান্তক মৃত্যুবাণ তব !

বাণ। কুমার, কুমার, কথা শোন—
করযোড়ে করি অনুনয়—
করিও না সূচী-তীক্ষ্ণ ভয়াবহ বাণের সন্ধান !

কার্ত্তিক। মৃত্যুভয়ে এত ভীত যদি—
বলেছিতো, ফিরে যাও কৈলাস ত্যজিয়া !

বাণ। মৃত্যু ভয় ! মৃত্যুভয় করে কিগো শিবের কিঙ্কর !
বিশেষতঃ শিবসুত পাশে !
সত্যবাণী কহি শুন—
তোমার অস্ত্রের মুখে মৃত্যুজয়ী আমি···
ও বাণ আমার দেহ স্পর্শ করিবে না !
তবু অনুনয় করি হানিও না শর !

কার্ত্তিক। মৃত্যুভয় নাহি যদি কেন কর ডর ?
দুই বাণ বায়ুস্তরে বিদ্ধ করিয়াছে,
দেখি এ তৃতীয় শর কারে বিদ্ধ করে !

(হরপার্ব্বতীর প্রবেশ)

হর। ক্ষান্ত হও নির্ব্বোধ কুমার !
তৃতীয় সন্ধান তব বাণ-বিদ্ধ করিবে তোমারে !

বাণ। এসেছ দেবতা মোর,
প্রণিপাত লহ শ্রীচরণে—

কার্ত্তিক। একি পিতা—একি মাতা !
মর্ম্মে বিদ্ধ কাহার শায়ক ?

শব। শিব পার্ব্বতীর দাসে
বাণবিদ্ধ করিবারে করে যে প্রয়াস···
সে দুর্ম্মতি দুইবাণে দোঁহারে বিঁধিল ;

হানিলে তৃতীয় শর…
সেই বাণে আপনি মরিত !

কার্ত্তিক। পিতা, পিতা ! এসো মাগো,
নিজহস্তে উৎপাটিত করি তীক্ষ্ণশর—

[শর তুলিতে চেষ্টা।

পার্ব্বতী। ওঃ পারিবেনা ! কালান্তক শর তব
হৃদয়ের অন্তস্তলে আবদ্ধ হয়েছে !
শর উৎপাটন কালে—
মাতৃরক্ত পাতে শুধু তুই হস্ত রঞ্জিত করিবে।

কার্ত্তিক। তবে ! কি হবে উপায় মাগো !
একি মহাসর্ব্বনাশ সাধিলাম আমি !
পুত্র হয়ে জনক জননী অঙ্গে করি অস্ত্রাঘাত !
কে রক্ষিবে…কে রক্ষিবে মহা এ সঙ্কটে !

শিব। কেহ পারিবে না ! পুত্রের নিক্ষিপ্ত বাণ
শিব পার্ব্বতীর বুকে চির যুগ আবদ্ধ রহিবে !
ভয়াবহ এ আঘাত…এই মর্ম্মদাহ
কেহ নাই সুশীতল করে !

বাণ। দাসে অনুমতি দেহ—
উৎপাটিত করিব শায়ক !

শিব। পারিবে তুলিতে শর বিনা রক্ত পাতে ?

বাণ। অবশ্য পারিব প্রভু, আজ্ঞা দেহ যদি।

শিব। ভেবে দেখ ··শিবসুত হয়েছে বিফল !

বাণ। আমি নহি শিব সুত…
শিব ভক্ত আমি !

পুত্র কিম্বা ভক্ত তব প্রিয় মহেশ্বর,
আজি হবে পরীক্ষা তাহারি !

কার্ত্তিক। সাবধান হে দানব,
হর পার্ব্বতীর দেহে হয় যদি
বিন্দু রক্ত পাত—

বাণ। করি পণ···সেই দণ্ডে আত্মাহুতি দিব আমি
জ্বালিয়া অনল।
হৃদিস্থিত হরগৌরী কর আশীর্ব্বাদ···
রক্ষিবারে পারি যেন ঈশ্বর ঈশ্বরী তব
ভকত বৎসল নাম···অপার মহিমা !
মর্ম্মে বিদ্ধ ব্রহ্মবাণ···সে বাণ তুলিতে আজি
ইষ্টদেব হৃদিপদ্ম কেমনে স্পর্শিব !
চিরদিন করিয়াছি চরণ আশ্রয় !
সে আশ্রয় যদি সত্য হয়···
পদ যুগ স্পর্শ মাত্রে হৃদয় নিবদ্ধ বাণ
বৃন্তচ্যুত পুষ্পসম নিশ্চয় খসিবে!
চরণে রাখিতে হস্ত হৃদয়ের ক্ষতচিহ্ন নিশ্চিহ্ন হইবে।
এসো শিব, এসো হে শিবানী,
শ্রীচরণ দেহ এ দাসেরে !

[শিব পার্ব্বতীর পদতলে বসিয়া পায়ে হাত রাখিতেই
বাণ দুটী আপনা হইতে খসিয়া গেল।

পার্ব্বতী। ধন্য ধন্য ভক্ত, স্পর্শে তব
বাণ মুক্ত হ'ল আজি উমা মহেশ্বর।
দুর্ব্বিনীত কার্ত্তিকেয়, নিজ চক্ষে হের···

পুত্র হতে বহু শ্রেষ্ঠ শিবের কিঙ্কর !
হে ভক্ত, প্রসন্ন মোরা…
কহ ত্বরা কিবা চাহ বর ?

বাণ। বর যদি দিবে মাগো দেহ এই বর…
আমারে আশ্রয় করি
চির যুগ রবে দোঁহে উমা মহেশ্বর।
মম পুরে আজি হতে হবে শিব শিবানীর বাস।

শিব। তাই হবে ভক্তবর,
তব পুরে উমা মহেশ্বর রবে জাগ্রত প্রহরী ;
পুরী মাঝে শিবলিঙ্গ বিরচিয়া করহ অর্চ্চনা…
তাহে মোরা একদেহে রব অধিষ্ঠিত !
ভক্ত মম বাণ-রাজ প্রতিষ্ঠা করিবে,
সে কারণ বাণলিঙ্গ শিব নামে
বিশ্বে তাহা আখ্যাত হইবে !

দ্বিতীয় দৃশ্য

গঙ্গা তীর।

বিরজার গীত।

সজনি, আজু নিজ মন্দির মাঝ।
শুতি স্বপনে হরি উর পর পেখলুঁ
শ্যাম সুনায়ররাজ॥

পর-পরিহাস হাস অবলোকনে
ঘন পরি রঞ্জন দেল।
হাম অভাগিনী জাগি মুখ হেরইতে
পুন দরশন নাহি ভেল॥
উঠি চমকিত তঁহি চৌদিশে হেরলুঁ
পড়লহুঁ মনমথ ফান্দে
কনক-কলস দউ কুচযুগ হেরলুঁ
না হেরলুঁ সো মুখ চান্দে।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

। অশ্রুমুখী হে মানিনী, ত্যজ অভিমান,
চেয়ে দেখ অশ্রুধারা কৃষ্ণের নয়নে!

বিরজা। কাঁদিতেছ তুমি হৃষিকেশ!
কেন এ ক্রন্দন প্রভু?
ফিরে চল তবে!

শ্রীকৃষ্ণ। ফিরে যাবো? কোথা?

বিরজা। কৃষ্ণ-বিরহের চির রাত্রি অন্ধকারে যেথা
গুমরি কাঁদিছে তব লীলা বৃন্দাবন!
চল প্রভু, চল বৃন্দাবনে!

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবন!
সে আজিকে শুধু দেবি, অতীত স্বপন!
সেথা যাওয়া হবে না তো আর!
ফিরে যাও সু-কল্যাণী,
ক্ষমা করে দীন কেশবেরে।

বিরজা। হৃষিকেশ!
বৃন্দাবন চিরতরে ত্যজিবে তা হলে?

শ্রীকৃষ্ণ। কি করিব হে বিরজা,
ভূ-ভার হরণ তরে নরদেহ করেছি ধারণ।
ভার ক্লীষ্ট বসুন্ধরা,
আর্ত্তকণ্ঠে রাত্রি দিন করে আবাহন!
কর্ম্মস্রোতে দিব ঝাঁপ…
সাম্যের উদাত্ত গীতে যতদিন পরিব্যাপ্ত
নাহি হয় গগন' পবন,
ততদিন নাহিক বিশ্রাম;
কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম শুধু সাধনা আমার!

বিরজা। কর্ম্মমত্ত আপনা বিভোল
বৃন্দাবনে হে নিষ্ঠুর, রহিবে পাশরি !
ব্রজাঙ্গণা এ বিরহ কেমনে যাপিবে
ভেবেছ কি বারেক আপনি ?

শ্রীকৃষ্ণ। বিরহ ! না না দেবি,
বৃন্দাবনে কোথায় বিরহ ?
কালো তমালের শাখে…কালো কালিন্দীতে…
কালিয়ার রূপ-ছায়া দেখো ব্রজাঙ্গনা !
নীল নভে, নীল-কণ্ঠ ময়ূর নর্ত্তনে…
সতত হরিও সখি, লীলা মুগ্ধ এ নীল মাধবে।
যাও…যাও ত্বরা বৃন্দাবন মাঝে ;
আমি যাই…দূরে কোথা গভীর কম্পন তুলি
কর্ম্ম-শঙ্খ বাজে।

বিরজা। হৃষিকেশ…হৃষিকেশ,—

শ্রীকৃষ্ণ। বলেছি তো, বৃন্দাবনে ফিরে যাও সখি !

বিরজা। না…কভু নহে…
কৃষ্ণহীন বৃন্দাবনে আর না ফিরিব।
কাঁদায় যদ্যপি কৃষ্ণ,
আজীবন এমনি কাঁদিব। কর্ম্ম যোগ সাধনায় ‥
জগৎ ঈশ্বর যদি নেমেছেন পথের ধূলায়…
ধরণীর পথে পথে—
আজি হতে কাঁদিয়া ভ্রমিব।
সে চলার পথে মোর ইচ্ছা হয় দেখা দিও…
চলে যেয়ো ইচ্ছা যদি হয়।

বিরজার গীত।

একাকী পথের বাঁকে আমারে ফেলিয়া রেখে
চলে যায় যায় চলে।
নিদয় মধুর মম···নিঠুর সে প্রিয়তম
চলে যায় যায় চলে।
আমারে কাঁদায়ে যায় অকুলে ভাসায়ে যায়
ছেঁড়া মালাসম মম প্রেম-হার পায়ে পায়ে গেল দলে॥

[গীত কণ্ঠে প্রস্থান।

[গান শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষে জল আসিল। তিনি অভিভূত হইলেন, এই সময় পশ্চাৎ হইতে অনিরুদ্ধ, বলরাম ও সাত্যকী আসিয়া তাঁহাকে ডাকিল]

বলরাম। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্য বলদেব! একি প্রভু,
কি কারণ রাগরক্ত ঘূর্ণিত লোচন!
কি হয়েছে হে অগ্রজ,
কহ ত্বরা করি!

বলরাম। অসুরের সনে বাদ হইল সূচনা···
তোমার সম্মতি কৃষ্ণ, অপেক্ষা কেবল!

শ্রীকৃষ্ণ। কি কারণে সহসা কলহ?

বলরাম। কি কারণ! দুর্ম্মতি অসুর কুল
অস্ত্র করে ধেয়ে আসে জাহ্নবী পুলিনে;
তীর্থ স্নান করি মোরা মহা কুতূহলে—
এই তো সাত্যকী আছে—
অনিরুদ্ধ কুমারেরে করহ জিজ্ঞাসা—
বিন্দু বাদ সাধিনি আমরা;
তথাপি সে দুষ্ট দল
অতি হীন কটু বাণী কহে যদুগণে!

অনিরুদ্ধ। কহিছে দুর্ম্মতিগণ
দৈত্যরাণী সুদক্ষিণা নিরুদ্দিষ্টা গঙ্গাতীর হতে।
এত স্পর্দ্ধা তাহাদের, বলে কিনা,
মোরা তারে করেছি হরণ!

শ্রীকৃষ্ণ। অতঃপর!

বলরাম। অতঃপর উচিৎ যে কার্য্য তাহা করেছি নিশ্চয়!
হুহুঙ্কারে হল অস্ত্র ঊর্দ্ধ পানে তুলিনু যেমনি
ফেরুপাল সম সবে
প্রাণ ভয়ে দৈত্যপুরে লয়েছে আশ্রয়।
পলায়ন কালে তারা
আস্ফালন করে গেছে পুনঃ
যথাকালে প্রতিশোধ লইবে ইহার!

অনিরুদ্ধ। আজ্ঞা দেহ ভগবন,
কালমাত্র বিলম্ব না করি
ঝাঁপ দিই দানব সমরে।
সমুচিত শাস্তি দিব উদ্ধত বর্ব্বরে!

সাত্যকী। দেহ আজ্ঞা—দেহ আজ্ঞা জনার্দ্দন,
যাদব বাহিনী সজ্জা করি আচম্বিতে—
মদমত্ত দানবেরে বুঝাইব যাদব বিক্রম !

বলরাম। নীরব কি হেতু কৃষ্ণ ?
আজ্ঞা দেহ ভাল—নাহি দাও কাজ নাই
নাহি চাহি প্রাণী মাত্র যাদব সহায়।
একাকী চলিনু ছুটে···
হল-অগ্রে বিদ্ধ করি দানব নগরী
উৎপাটিত করিব এ ধরা পৃষ্ঠ হতে !

শ্রীকৃষ্ণ। শান্ত হও—শান্ত হও আর্য্য বলদেব ;
দানবের নিন্দা স্তুতি·· তাহে তব কিবা এসে যায় !
ইথে কোথা অপমান তব ?

বলরাম। নহে অপমান !
নারী চুরি অপবাদ বলদেব নীরবে সহিবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্য,—

বলরাম। আকণ্ঠ বারুণী সুরা করিয়াছি পান—
উত্তেজিত মস্তিষ্ক আমার !
তদুপরি শুনিয়াছি দৈত্যের গঞ্জনা !
না—না, চলিলাম দানব বিনাশে ;
সারা বিশ্ব সাধে যদি বাদ—
অপবাদ তবু না সহিব।

শ্রীকৃষ্ণ। হে আর্য্য, মিনতি রাখ,
উপযুক্ত সুযোগ সন্ধানে
উর্ব্বশীরে প্রেরিয়াছি দানব ভবনে ;

ছদ্মরূপে চিত্রলেখা নাম লয়ে
উর্ব্বশী তথায় এবে করিছে বিরাজ ;
যবে সমাগত হইবে লগণ
অবশ্য করিব আর্য্য দানব সংহার !

বলরাম। যথাকালে অবশ্য বধিবে !
এখনো আসেনি কাল···তুমি কহিতেছো ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কহি···অনুগত কনিষ্ঠ তোমার !

বলরাম। ব্যস্—তবে আর কিবা কথা ?
চলে এসো হে সাত্যকী, ফিরে যাই মোরা—

সাত্যকী। ফিরে যাবো ! সহি অপমান !

বলরাম। অপমান ! হাঃ হাঃ হাঃ
সুরপায়ী বলরাম—
তার কিবা মান অপমান !
বিশেষতঃ প্রাণ কৃষ্ণ ভাই মোর আপনি কহিল
দানব বিনাশ কাল সমাগত নহে !
কৃষ্ণের বচন আমি ঠেলিতে কি পারি !
যাই ভাই,—দেখি গিয়া
আছে কিনা বারুণী কলসে !

[সাত্যকীসহ প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। অনিরুদ্ধ ! পার্শ্বে থাক মোর !

অনিরুদ্ধ। আজ্ঞা কর প্রভু,—

শ্রীকৃষ্ণ। হের হের বৎস,
উর্দ্ধশ্বাসে নারী এক আসে এই দিকে।
চেন কি উহারে ?

অনিরুদ্ধ। নাহি চিনি ভগবন্,
জ্ঞান হয়, হবে কোনো উন্মাদিনী বামা !

শ্রীকৃষ্ণ। নহে উন্মাদিনী ! ওই নারী
দৈত্যেশ্বরী রাণী সুদক্ষিণা !

অনিরুদ্ধ। ঐ সুদক্ষিণা !
উপযুক্ত এ সুযোগ মিলাল বিধাতা !
নারী চুরি অপমান সহিনু যদ্যপি
দেহ আজ্ঞা হে কেশব,
সত্য সত্য রমণীরে করিব বন্দিনী !

শ্রীকৃষ্ণ। চুপ···মাতৃসমা রমণীরে করিয়া হরণ,
পৌরুষ হবে না তাহে !
এত সাধ যদি বৎস, নারীরত্ন চুরি করিবারে···
সে সুযোগ অতি শীঘ্র সমাগত হবে।
রমণী হরণ ব্রতে যে দক্ষতা কেশবের ভুবন-বিখ্যাত···
কন্দর্প নন্দন তুমি
রূপে গুণে কাম অবতার···
চোরা-রক্ত বহে তব প্রতি ধমনীতে···
সময় আসিলে বৎস,
সেই চৌর্য্য মহামন্ত্র অবশ্য লভিবে !

অনিরুদ্ধ। ভগবন্—
আপাততঃ কার্য্য তব শোনো,
দৈত্য রাণী পুরী মাঝে যখন ফিরিবে
অলক্ষ্য প্রহরী সম রহিবে পশ্চাতে ;
নির্জ্জন কানন পথে উহার রক্ষণ ভার অর্পিনু তোমারে।

অনিরুদ্ধ। যথা আজ্ঞা ভগবন্!

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ আসে সুদক্ষিণা, রহ অন্তরালে!

[অনিরুদ্ধের প্রস্থান, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরালে অবস্থান।

(সুদক্ষিণার প্রবেশ)

সুদক্ষিণা। এই তো নির্জ্জন স্থান…হ্যাঁ
কেহ নাই…দেখিবেনা কেহ!
মা, ওমা সুরধুনী!
তোর বুকে বিসর্জ্জিব ইষ্টদেবে মোর,
রক্ষা তারে করিস জননী!

[জল মধ্যে শালগ্রাম নিক্ষেপ

ঐ যা…ডুবে গেল…ডুবে গেল…
বক্ষ মোর শূন্য হয়ে গেল।
হায় হায় কি করিনু আমি!
প্রভু বিনা কেমনে বাঁচিব!
নারায়ণ—নারায়ণ!

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা!—

সুদক্ষিণা। কে! মধুকণ্ঠে মাতা বলে কে ডাকে আমারে!
একি! স্বমূর্ত্তিতে সাধিষ্ঠান ইষ্ট নারায়ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। নারায়ণ নহি মাতা,—
ক্ষুদ্র প্রাণ মরজীব নরদেহ ধারী…
শ্রীকৃষ্ণ আমার নাম!

সুদক্ষিণা। অই পীতধড়া, বনমালা, শিরে শিখিচূড়া···
কোকনদ জিনি অই আয়ত নয়ন···
ওই ওষ্ঠপুটে তব মৃদু মধু হাস্য লেখা মদন মোহন···
আমারে ভুলাতে চাহ কথার ছলনে ?
অন্তরে জেনেছি স্থির তুমি নারায়ণ !
নরদেহে জন্ম যদি···তবু তুমি নরনারায়ণ !

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা !—

সুদক্ষিণা। এসো—এসো বিভু, স্বমূর্ত্তিতে ভবনে আমার।
অর্চ্চিব যুগল পদ নয়নাশ্রুধারে !

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার ভবনে !
সেথা মাতা, কেমনে যাইব !

সুদক্ষিণা। কেন নারায়ণ ?

শ্রীকৃষ্ণ। মনে নাই হে জননী—
কি কারণ ক্ষণ পূর্ব্বে শালগ্রাম শিলা তুমি
গঙ্গা জলে দিলে বিসর্জ্জন !

সুদক্ষিণা। সত্য···সত্য বটে, শিব ভক্ত স্বামী মোর—
অন্য দেবে করেন বিদ্বেষ !
বিশেষতঃ বিক্রমে তাঁহার
মহারণে পরাজিত হইল বাসব ;
স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ
কেহ বন্দী দৈত্য কারাগারে ··
কেহ বা কাঁদিয়া ফেরে বন বনান্তরে ;
সেই হতে শিব বিনা অন্য দেবতার পূজা
নিষিদ্ধ নগরে !

আমার মন্দিরে হেরি শিলা-নারায়ণ
চূর্ণীকৃত করিবারে করিল প্রয়াস !
সে কারণ রক্ষিবারে ইষ্টের সম্মান—
সেই শিলা সঙ্গোপনে গঙ্গাজলে দিনু বিসর্জ্জন !

শ্রীকৃষ্ণ। তবে ভেবে দেখ মাতা,—
আমি তথা কি প্রকারে করিব গমন ?

সুদক্ষিণা। কি হবে উপায় প্রভু ?
আশৈশব করিয়াছি তোমার অর্চ্চনা !
তুমি ধ্যান—তুমি জ্ঞান—
তুমি মোর অন্তর চেতনা ;
তোমা বিনা কেমনে বাঁচিব !
না না···পারিব না সহিবারে তোমার বিরহ !
স্বামী যদি করেন বিদ্বেষ—
পরিত্যাগ করিব সে স্বামীর সংসার !

শ্রীকৃষ্ণ। ছি—ছি মাতা স্বামী হতে শ্রেষ্ঠ দেব—
নাহি কেহ রমণী জীবনে !
স্বামীরে করিয়া ক্ষুব্ধ আমারে অর্চ্চিলে
বিফল তপস্যা হবে জানিও জননী !

সুদক্ষিণা। নারায়ণ—

শ্রীকৃষ্ণ। অগ্নি সাক্ষ্য করি যারে
বেদমন্ত্রে বরিয়াছ জীবনের ইষ্ট মূর্ত্তি বলে
তাহারই নির্দ্দেশ যত নির্ব্বিচারে করহ পালন।
পতি তুষ্ট হলে জেন,

তৃপ্ত তাহে নিখিল ভুবন—
তৃপ্ত তাহে হব আমি কৃষ্ণ নারায়ণ—

সুদক্ষিণা। শিরোধার্য্য আদেশ তোমার।
ভাল মন্দ নাহি জানি…তুমি শিখায়েছ
তাই প্রভু, আজ হতে পতি আজ্ঞা
ইষ্ট আজ্ঞা বলিয়া মানিব!

শ্রীকৃষ্ণ। যাও গৃহে দৈত্যেন্দ্রাণী!
করি অঙ্গীকার—
অতৃপ্ত বাসনা তব শ্রীকৃষ্ণ পূজার—
অবশ্য পুরাবো আমি—
যদি পারি উন্মীলন করিবারে
জ্ঞান নেত্র পতির তোমার!

তৃতীয় দৃশ্য

দৈত্যপুর—প্রসাদ কক্ষ।

ঊর্ব্বশী।

দেবকার্য্য সাধন কারণ—
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদেশে
ছদ্মবেশে দৈত্যপুরে থাকিতে হইবে।
স্বর্গ ভ্রষ্ট দেবগণ,
বাণ আজি স্বর্গের ঈশ্বর;

গৃহে তার উর্ব্বশী নাহিক আমি—
আমি চিত্রলেখা ;
রাজকন্যা উষার কিঙ্করী !
তবু সদা প্রাণে জাগে ভয়
বাণ দৈত্য চিনি যদি মোরে—
না জানি পড়িব কোন বিষম বিপাকে !
না—না—অকারণ আশঙ্কা আমার,
দৈবী শক্তি রয়েছে সহায়।
সাধ্য কি বুঝিবে কেহ আমার স্বরূপ—
দানবের ক্ষীণ দৃষ্টি লয়ে।

[প্রস্থানোদ্যত—রোহিতাশ্বের প্রবেশ ;

রোহিতাশ্ব। বলি ওগো—ওহে তুমি—ওহে তুমি—

উর্ব্বশী। কাকে ডাকছেন ?

রোহিতাশ্ব। কাকে ডাকছি তা যদি বুঝতে পারতুম তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত। কখনও দেখি দিব্যি মেয়েছেলেটী সেজে বসে আছ—কাছে যেতে দেখি—সুড়-সুড় করে একটী ল্যাজ বেরিয়ে এল। তারপর বেরুল দু জোড়া পা···একজোড়া আঁকা বাঁকা শিঙ—দেখি তুমি একটি বশিষ্ঠ মুনির গাই ! গাই দুইতে গিয়ে দেখি কোথায় গাই ··হয়ে গেছ ঘোড়া ; ঘোড়ায় চাপতে গিয়ে দেখি ঘোড়া নেই—সামনে বসে হাম্বা হাম্বা কর্চ্ছে—

উর্ব্বশী। কে ?

রোহিতাশ্ব। ঘোড়ার বদলে ইয়া বড়া একটি আস্ত ঘোড়ার ডিম !

উর্ব্বশী। উ—ঘোড়ার ডিম দেখেছ !

রোহিতাশ্ব। হুঁ—যেদিন থেকে তোমার প্রেমে পড়েছি সেদিন থেকে ঘোড়ার ডিম হতে সুরু করে সরষে ফুল, ডুমুর ফুল সবই দিব্যি চোখে দেখতে পাচ্ছি।

উর্ব্বশী। এইরে! প্রেমে পড়েছ! হাঃ হাঃ হাঃ—

রোহিতাশ্ব। হাসি! বিশ্বাস হচ্ছে না?

উর্ব্বশী। হুঁ প্রেমে যে পড়েছ সে আমি তখনি বুঝেছি—যখন রাজকন্যার জলজ্যান্ত সখি চিত্রলেখাকে তুমি একটি ঘোড়ার ডিম বলে রটিয়ে বেড়াচ্ছ! তুমি কে ভাই?

রোহিতাশ্ব। আমি! আমি মহারাজ বাণের সভাসদ; আমার নাম রোহিতাশ্ব।

উর্ব্বশী। ওহো···তুমি রোহিত অশ্ব!

রোহিতাশ্ব। ঠাট্টা কচ্ছ; তুমি বলতে চাও—আমি ঘোড়ার ডিম দেখিনি?

উর্ব্বশী। দেখেছিলে···দেখছ···আজীবন দেখবে। রাগ করো না লক্ষ্মীটি! প্রেমে পড়েছ যে তার আর দু একটা প্রমাণ পেলেই—

রোহিতাশ্ব। বল আরও কি প্রমাণ চাই?

উর্ব্বশী। আচ্ছা, শোনো তুমি চোখে ঝাপসা দেখ কি?

রোহিতাশ্ব। এতদিন দেখতুম না তোমায় দেখবার পর থেকে ভূত, ভবিষ্যৎ—বর্ত্তমান—সবই ঝাপসা বোধ হচ্ছে।

উর্ব্বশী। হুঁ প্রেমের প্রথম লক্ষণ! নাক চুলকোয়?

রোহিতাশ্ব। হুঁ চুলকোচ্ছে বটে? (নাসিকা মর্দ্দন)

উর্ব্বশী। ওটি দ্বিতীয় লক্ষণ! নিজের হাতে নিজের কাণ মলতে ইচ্ছে যায়?

রোহিতাশ্ব। হুঁ···খুব ইচ্ছে হচ্ছে দুটো কাণ দু হাতে ধরে এম্নি করে কষে মলি— (কর্ণ মর্দ্দন)

উর্ব্বশী। ওটি তৃতীয়।

রোহিতাশ্ব। কেমন সব লক্ষণ মিলছে ?

উর্ব্বশী। তা মিলছে !

রোহিতাশ্ব। তাহলে স্বীকার কচ্ছ আমি তোমার প্রেমে পড়েছি।

উর্ব্বশী। তা পড়েছ—

রোহিতাশ্ব। তবে এইবার টুক্ করে বিয়েটা সেরে ফেলা যাক্ !

উর্ব্বশী। বিয়ে ! সে কি !

রোহিতাশ্ব। আর ছলনা কচ্ছ কেন ! বোঝ ত সবই; খামোকা ব্যাটাছেলেকে লজ্জায় ফেল। (সলজ্জ হাসিতে) ভারী দুষ্টু তুমি—যাও—

[উর্ব্বশী প্রস্থানোদ্যত।

রোহিতাশ্ব। ও কি ! যাচ্ছ যে—

উর্ব্বশী। বল্লে যে—

রোহিতাশ্ব। ওঃ পুরুত ডাকতে যাচ্ছ বুঝি। বেশ—বেশ—

উর্ব্বশী। আমার পুরুত ডাকতে হয় না। আমার পুরুতের নাম মদন—সে আমার সঙ্গেই আছে।

রোহিতাশ্ব। বটে ! এতক্ষণ বলতে হয়, পুরুত তৈরী, তবে আর শুভকর্ম্মে বিলম্ব কেন ? বাকী শুধু একটা টোপর !

উর্ব্বশী। টোপর নয় দড়ী কলসী—দড়ী কলসী !

রোহিতাশ্ব। দড়ী কলসী ! বিয়েতে দড়ি কলসীর বিধান··· এতো কখন শুনিনি। এমন ব্যবস্থা দিলে কে ?

উর্ব্বশী। ঐ যে বল্লুম···আমার পুরুত মদন ঠাকুর !

রোহিতাশ্ব। সে মদন ঠাকুর কোথায় !

উর্ব্বশী। এই অপাঙ্গে—

রোহিতাশ্ব। ইস্ দেখ বুকটার মধ্যে কেমন খোঁচা মারলে! বলি খোঁচা খুঁচি তো মারছ···এরপর মতলব কি! বিয়েটা সত্যি সত্যি হবে তো! না চক্ষু দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ডগ ডগে ঘাই বাড়িয়ে রাখবে, পষ্ট বল তুমি বিয়ে করবে তো!

উর্ব্বশী। নিশ্চয়!

রোহিতাশ্ব। মাইরি!

উর্ব্বশী। হুঁ আমি শপথ কচ্ছি আমি বিয়ে করব! তবে—

রোহিতাশ্ব। তবে ?—

উর্ব্বশী। তোমায় নয়—

রোহিতাশ্ব। তার মানে! আর কোন ব্যাটাছেলেকে!

উর্ব্বশী। কোনো ব্যাটা ছেলেকেই নয়—

রোহিতাশ্ব। তার মানে! মেয়েছেলেকে নাকি!

উর্ব্বশী। আলবৎ তাই! পুরুষ মানুষের ওই গোপ গালপাট্টা ভুঁড়ী আমার দু' চক্ষের শূল। সুতরাং কোন ব্যাটা ছেলেকে আমি বিয়ে করব না এবং যাতে এ রাজ্যের কোনো মেয়ে ছেলে অন্য কোন ব্যাটা ছেলেকে বিয়ে না করে তার জন্যে প্রকাশ্য রাজ পথে শোভাযাত্রা করব, নিশান উড়িয়ে দিকে দিকে সভা সমিতি স্থাপন করে আমি বক্তৃতা করব!

রোহিতাশ্ব। সেকি গো! মেয়েছেলে অম্নিই ঘরের শোভা। তার আবার শোভাযাত্রা কি? সোয়ামী নিয়েই মেয়েছেলের সভা··· তার আবার রাজ পথে সমিতি কি? অ্যাঁ?—

উর্ব্বশী। উঁহু, আর ঘরে বদ্ধ থাক্‌ছিনে! নারী স্বাধীনতা করব··· নারী-প্রগতি করব! জয় নারী-প্রগতি কি জয়!

উর্ব্বশী ও রোহিতাশ্বের গীত।

উর্ব্বশী। নারী-প্রগতি ওগো নারী-প্রগতি
শিকল কাটিবে সব নারীরা এবার
(আহা) শুঁফো সব পুরুষের হবে কি গতি!

রোহিতাশ্ব। আহা শ্রীমতী, ওগো শ্রীমতী,
পীরিতি······প্রগতি রীতি, শোন মিনতি
চলে এস ভালবেসে ফুলায়ে ছাতি
নিরজনে দুই জনে গাহি সে গীতি॥

উর্ব্বশী। না—না—না—না,
হেঁসেলে ঢুকিয়া হাঁড়ি বেড়ী কড়া
আর তো ধরিব না।
আমরা স্বাধীন হব,
কাছেতে আসিলে পুরুষের মাথা
লাঠি মেরে ফাটাব।

রোহিতাশ্ব। ফাটাবে? মাথা ফাটাবে?
(মাথা) ফাটাও তাহাতে ক্ষতি নাই—
এই বাড়ায়ে দিলাম আমার মাথাটি—
তোমার চরণে ভাই—
ভাই—ভাই—ভাই—

রোহিতাশ্ব। বলি ওগো শুনছ! তোমরা স্বাধীন হলে হেঁসেল আগলাতেও একটী স্বামীর দরকার। সুতরাং সে চাকরীটা না হয় আমায় দাও না?

উর্ব্বশী। দরখাস্ত কর···বিবেচনা করব !

রোহিতাশ্ব। সুফল হবে ত !

উর্ব্বশী। বলা কঠিন···অবস্থা বড়ই সঙ্গীন—

রোহিতাশ্ব। কেন ! বিয়ে তো কর্ব্বেই এবং তা যখন কচ্ছ তখন—

উর্ব্বশী। তখন ব্যাটা ছেলের চেয়ে মেয়েছেলের দরখাস্ত নেব আগে !

রোহিতাশ্ব। অর্থাৎ !

উর্ব্বশী। অর্থাৎ বিয়ে করি তো মেয়েছেলেকেই বিয়ে করব।

[প্রস্থান।

রোহিতাশ্ব। আরে হোল কি ! জলজ্যান্ত মেয়েছেলে আর একটা মেয়েছেলেকে বিয়ে করতে চায়। স্বপ্ন দেখছি নাকি, দেব পেটে এক রাম চিমটী (চিমটী কাটিয়া) উঁহু উঁহু, এই তো লাগছে, তবে তো স্বপ্ন নয়। সত্যি তাহলে মেয়েছেলেকে···হতে পারে ! যে মেয়ে মানুষ ল্যাজ গজিয়ে ঘোড়া হয় সে আবার গোঁপ গজিয়ে ব্যাটাছেলে হতেই বা কতক্ষণ ! দেখা যাক, পিছু ছাড়ছি নে !— [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দৈত্যপুর—প্রাসাদ কক্ষ।

উষা প্রাচীর গাত্রে ভর করিয়া কাঁদিতেছিল

(রাণী সুদক্ষিণার প্রবেশ)

সুদক্ষিণা। উষা, উষা, কন্যা মোর,
কি কারণ বিমলিনী বিজন ভবনে !

উষা। মা, মাগো আসিয়াছ তুমি!

সুদক্ষিণা। এ কি উষা, কাঁদিতেছ! কেন!
কি হয়েছে? কোথা মহারাজ?

উষা। কারাগৃহে নির্য্যাতন করিছেন যত দেবগণে!

সুদক্ষিণা। দেব নির্য্যাতন!

উষা। বন্দী হ'ল মহারণে—
ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন, বরুণ—
আজি নাকি তাহাদের হয়েছে বিচার!
বিচারের ফলে—
বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত দেবতার দেহ···
ক্ষত অঙ্গে শত ধারে রুধির নিস্রাব!—

সুদক্ষিণা। একি সর্ব্বনাশ!
একি মহাভয়াবহ নির্ম্মম পেষণ—

উষা। কারাগৃহে প্রবেশিয়া পিতার চরণ ধরি—
দীনকণ্ঠে করিনু ক্রন্দন—
দেবগণে ক্ষমিবারে বারম্বার করিনু মিনতি;
ভ্রূকুটী কুটীল নেত্রে তিরস্কার করিলেন পিতা!
আদেশে তাঁহার আমারে বাহিরে রেখে,
রুদ্ধ হ'ল কারাগৃহ পাষাণ দুয়ার!

সুদক্ষিণা। উষা!—

উষা। মম অনুরোধ পিতা উপেক্ষা করিলা;
কিন্তু মাগো, জ্ঞান হয়—
তোমার মিনতি পিতা নিশ্চয় শুনিবে!

বন্ধ কর অত্যাচার—
রক্ষা কর অসহায় দেবতামণ্ডলে !—

সুদক্ষিণা। আমি অনুরোধ আজি করিব সম্রাটে !
না শোনেন যদ্যপি বচন !

উষা। রাজ্যের সম্রাজ্ঞী তুমি—
ন্যায় দণ্ড করহ গ্রহণ !
এ রাজ্যের শুভাশুভ সর্ব্বকার্য্যভার···
অর্দ্ধেক দায়ীত্ব তাঁর, অর্দ্ধেক তোমার !
না শোনেন যদি কথা
রক্ষীগণে উত্তেজিত কর,
উত্তেজিত কর সেনাগণে,
শোনাও উদাত্ত কণ্ঠে প্রতি জনে জনে—
দিবনা দিবনা আমি
মম রাজ্যে হতে উৎপীড়ন,
ব্রত মম দুর্ব্বলে রক্ষণ ;
সে ব্রত সাধিতে যদি হয় প্রয়োজন···
উন্মাদিনী সম আজ
পতি রক্তে রঞ্জিব কৃপাণ !
তবু আমি বরাভয়া···দুর্ব্বলে রক্ষিব !

সুদক্ষিণা। হাঁ৷ হাঁ৷ দুর্ব্বলে রক্ষিব আমি···দুর্ব্বলে রক্ষিব ;
ভয় নাই···ভয় নাই নিপীড়িত দেবগণ,
আমি আসিতেছি— [ছুটিতে গিয়া সহসা থামিলেন
উষা, চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ আকাশের পানে !
সেই মূর্ত্তি—সেই মূর্ত্তি পুনঃ !

উষা। কই! কোথা, কোন মূর্ত্তি মাতা!—

সুদক্ষিণা। কভু চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী!
কভু বা দ্বিভুজ—করধৃত মোহন মুরলী!
বনমালী ওই মোরে করিছে নিষেধ!
আর তো পারিনা যেতে!

উষা। মাতা, মাতা,—

সুদক্ষিণা। হবি-গন্ধবহ অগ্নি উঠিছে গগনে
সাক্ষ্য মোর বিবাহ সভার···
সে অগ্নি অক্ষরে ওই ও কি মন্ত্র লেখা
ওঁ মম ব্রতেতে হৃদয়ং দধাতু···
তব চিত্তমনু চিত্তন্তেস্ত—
উষা, উষা, ফিরে যা, ফিরে যা তুই—
স্বামীর আদেশ আমি কোন মতে লঙ্ঘিতে নারিব।

উষা। পতি যদি পাপ পথে ধায়,
পাপমতি অত্যাচারী হয় যদি পতি?

সুদক্ষিণা। সে আমার অদৃষ্ট লিখন···
পাপে হোক—পুণ্যে হোক
যেথা যাবে স্বামী—
পত্নী তার চির অনুগামী!

উষা। এই তবে শ্রেষ্ঠ সত্য!
নির্ব্বিচারে পত্নী হবে পতি অনুগামী!
বুঝিলাম সার তত্ত্ব; আর বুঝিলাম,
দেব নির্য্যাতন শাপে দগ্ধ হবে সবে!
যাই আমি···বিদায় জননী!

সুদক্ষিণা। কোথা যাবি—কোথা যাবি তুই !

উষা। নাহি জানি—দুই চক্ষু যেথা লয়ে যাবে।
অত্যাচার যতদিনে ক্ষান্ত নাহি হয়
নিশ্চিত জানিও মাতা,—
এ পুরীতে ততদিন আর না আসিব ! [প্রস্থান।

সুদক্ষিণা। উষা—উষা—উষা—

(উর্ব্বশীর প্রবেশ)

উর্ব্বশী। কোথা উষা রাজেন্দ্রাণী ?

সুদক্ষিণা। ঐ—ঐ যায় অভিমানে
প্রাণ-প্রিয়া নন্দিনী আমার !
পার যদি ফিরাও ত্বরায় !

উর্ব্বশী। যাই মাতা— [উর্ব্বশীর প্রস্থান।

সুদক্ষিণা। অভিমানী, ফিরে আয় :
কি করিব সাধ্য নাই, আমি নিরুপায় !

(বাণের প্রবেশ)

বাণ। কিসে নিরুপায় তুমি দানব ঈশ্বরী !
কিসের অভাব তব ?
একখানি শালগ্রাম শিলা ?

সুদক্ষিণা। প্রভু ! প্রভু, শালিগ্রাম নিজ হস্তে
গঙ্গাজলে দিছি বিসর্জ্জন !

বাণ। আঁ্যা ! বল'কি মহিষী !
নিজ হস্তে দেছ বিসর্জ্জন !
কেন ? অমন নধর কালো পূজার পাথর—

ফেলে দিতে দুঃখ নাহি হল!
কেমনে পূজিবে তবে শালগ্রাম শিলা?

সুদক্ষিণা। আর পূজিব না—

বাণ। কেন?

সুদক্ষিণা। তব অভিপ্রেত নহে শিলার অর্চ্চনা।

বাণ। ওঃ শুনিয়াছ রাজাদেশ—
পূজা বন্ধ করিয়াছ রাজার শাসনে!

সুদক্ষিণা। রাজার শাসনে নহে—
জীবনের শ্রেষ্ঠ দেব পতির আদেশে!

বাণ। জীবনের শ্রেষ্ঠ দেব পতি!

সুদক্ষিণা। হাঁ—

বাণ। পতির সকল কার্য্যে প্রীতা তবে তুমি!

সুদক্ষিণা। হাঁ—

বাণ। সত্য বলিতেছ?

সুদক্ষিণা। পতি দেব অগ্রে নারী
মিথ্যা ভাষ কভু নাহি কহে।

বাণ। আনন্দিত—আনন্দিত সুদক্ষিণা, বচনে তোমার!
প্রতিহারী! নিয়ে এসো হেথা—(ইঙ্গিত)

সুদক্ষিণা। কারে?

বাণ। শোন রাণী! অন্তরে কৌতুক জাগে
বাক্যের সত্যতা তব করিতে প্রমাণ!
স্বামী তব মহা কার্য্যে ব্রতী;
পার্শ্বে রহি সাক্ষ্য রহ তার!

(ইন্দ্রাদি দেবগণকে লইয়া প্রহরীগণের প্রবেশ)

সুদক্ষিণা। একি—শৃঙ্খলিত দেবতা মণ্ডল !

বাণ। হ্যাঁ…বহু মান্য অতিথি আমার !
সেথা আনিয়াছি সবে
করিবারে অতিথি সৎকার।
কি বলেন দেবগণ,—
কারাগারে সেবা লভি পরিতুষ্ট সবে !

ইন্দ্র। আরে হীনমতি দৈত্য,
অত্যাচার হ'তে তোর
বক্র-উক্তি…আস্ফালন আরও দুর্ব্বিসহ !
কর…কর যত নিপীড়ন-ইচ্ছামত তোর…
প্রতিফল দিবেন ঈশ্বর !

বাণ। ঈশ্বর ! হাঃ হাঃ হাঃ—
জগৎ ঈশ্বর শিব পার্ব্বতীর সনে—
আজ্ঞাবাহী দ্বারীরূপে নিয়োজিত প্রাসাদ দুয়ারে।
সেই তব ভগবান প্রতিফল দিবেন আমারে ?
হাঃ হাঃ হাঃ—প্রতিহারী,—কর বেত্রাঘাত !

সুদক্ষিণা। স্বামী,—স্বামী,
এই দেব নির্য্যাতন ক্ষান্ত কর প্রভু !

বাণ। স্বামীর আদেশ তব—
বাধা দিবে তুমি পতিব্রতা ?

সুদক্ষিণা। না, দিবনা বাধা—কর অত্যাচার,
কিন্তু পূর্ব্বে তার চরণে মিনতি—
ওই বেত্রদণ্ড দিয়া মম পৃষ্ঠ কর জর্জ্জরিত !

বাণ। ছি! নারী-নির্য্যাতন, দুর্ব্বল পীড়ন···
সে কেবল ধর্ম্ম দেবতার।
মম কার্য্য প্রবলে দমন!

সুদক্ষিণা। স্বামী!—

বাণ। নিপীড়িতা ধরণীর প্রতিহিংসা আমি—
যুগে যুগে ওই শ্বেত কায় জাতি, নির্ব্বিচারে,
ক্রীতদাস বলে···যত অত্যাচার করিয়াছে
অসহায় নরজীব পরে—
মূর্ত্তিমান-প্রতিহিংসা তার,
এই আমি দানবেন্দ্র বাণ অবতার।
অত্যাচার—অত্যাচার! কর সবে
ভয়াবহ নির্ম্মম পেষণ! [কষাঘাত।

সুদক্ষিণা। ওঃ আর যে দেখিতে না'রি—
চলে যাই·· চলে যাই আমি।

বাণ। দাঁড়াও মহিষি ;—
স্থির নেত্রে এই অত্যাচার তোমা দেখিতে হইবে ;
স্বর্গ হতে নিষ্পন্দ নয়নে যত দেবের ললনা
যেই মত নরজীব নিপীড়ন দেখে
সেইমত স্থির হয়ে দাঁড়াও এখানে।
প্রতিহারী, কর কষাঘাত···তীব্র কষাঘাত···
দেবরক্তে বন্যা বয়ে যাক—

সুদক্ষিণা। ওঃ ভগবন,
এ কি মহাসমস্যায় ফেলিলে আমারে!

পতি অনুগামী সতী র'বে চিরদিন—
কিন্তু তার একি প্রভু, পরীক্ষা ভীষণ !

বাণ। কি দেখিলে ভীষণ মহিষী ?
অত্যাচারে অত্যাচারে দেবগণ মূৰ্চ্ছিত যাহারা
ওই ওই দেখ রক্ত-সিক্ত দেহ তা সবার
সমর্পণ করিয়াছি তপ্ত তৈল ফুটন্ত-কটাহে !
দিগ্বিজয়ী দেবগণ করে অশ্বমেধ—
দেবজয়ী দৈত্য আমি—
দেব-মেধ মহাযজ্ঞ করিব আজিকে !
যাও প্রতিহারী,—
নিয়ে যাও ইহাদের অগ্নিকুণ্ড মাঝে !
আহুতি প্রদান কর
তৈল পূর্ণ জ্বলন্ত কটাহে !

সুদক্ষিণা। ওঃ আর যে দেখিতে না'রি !
কোথা ভগবান ? পতির প্রলয় যজ্ঞ দেখিবার আগে
কৃপা করি কেড়ে লও চেতনা আমার···
সর্ব্বেন্দ্রিয় নিদ্রাতুর···মূৰ্চ্ছাগ্রস্ত কর !
ভগবন্—ভগবন্— [পতিত হইলেন ।

বাণ। হাঃ হাঃ হাঃ—কোথা ভগবান !
প্রতিহারী—

(শিবের প্রবেশ)

শিব। ভগবান সম্মুখে তোমার !
বাণ, বাণ, হিত যদি চাও···
এখনও নিরস্ত হও দেব-নির্য্যাতনে !

বাণ। কভু নহে! কি করিবে তুমি ভগবান্?
বাক্য-বদ্ধ দ্বারের প্রহরী—
দেছ বর, শিব গৌরী দোঁহে রবে
আমার আশ্রয়ে!
আজি কি ধরিবে শূল বিনাশিতে মোরে?

শিব। না, শিব গৌরী বাক্য কভু না হয় অন্যথা।
বিশেষতঃ ভক্ত পাশে ভগবান চির দিন বাঁধা!
যে কার্য্য করিবে তুমি—
মোরা তার সর্ব্বকালে রহিব সহায়!
তবু তোমা করি অনুরোধ—
ক্ষান্ত কর দেব-নির্য্যাতন!
নহে তব হবে অমঙ্গল!

বাণ। অমঙ্গল! ভগবান দ্বারী মোর—
শিব শক্তি দেহে অধিষ্ঠান,
অজর অমর আমি···কারে করি ডর!
কে আমার অমঙ্গল সাধিতে সক্ষম!

শিব। আজি তুমি দম্ভ-মত্ত···ভয় সে কারণ,
অন্ধ তব নয়ন আড়ালে···নিয়তির আকর্ষণে
হেন এক শাস্তিদাতা আবির্ভূত হবে
অতুল বিক্রমে যার—
দম্ভ তব চূর্ণ হয়ে যাবে।
শিব শক্তি দুই জনে
তোমা আর রক্ষিতে নারিবে!

বাণ। চন্দ্র সূর্য্য অভ্যুদয় মিথ্যা যদি হয়,
শিব শক্তি পরাজয়—
তবু আমি করি না প্রত্যয়

শিব। বাণ! মম অনুরোধ—

বাণ। উত্তম···মানিব আদেশ তব—
মুক্তি দিব দেবতা মণ্ডলে!
কিন্তু হে শঙ্কর,—
এক সর্ত্ত তোমা আজি করিতে হইবে!

শিব। কি সে সর্ত্ত?

বাণ। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা দূরে থাক,
বাক্য দান কর বিশ্বনাথ,
রণক্ষেত্রে সমযোদ্ধা মিলাবে আমার!
শিব-শক্তি-বীর্য্য-দীপ্ত বাণের বিক্রম,
দেব নরে যদি কেহ সহিবারে পারে—
চরণ পরশি তব করি অঙ্গীকার···
মুক্তি দিব সসম্মানে দেবতা মণ্ডলে।

শিব। তাই হবে!
সমযোদ্ধা পাবে বাণ, শুন মোর বাণী···
বীর্য্যে তার পরাজিত হবে তব শঙ্কর শিবানী!-

বাণ। উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় রহিনু দেখিতে
ঈশ্বর ঈশ্বরী জয়ী কেমন সে বাণের অরাতি!
প্রতিহারী, মুক্ত দেবগণ।—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুষ্পিত বনভূমি

বনবালাদের গীত।

মিতালী করিও কন্যা, পাহাড়-তলী যেয়ে
কয়ে গেছে নৌ-বেদিয়া চোখের পানে চেয়ে।
কদমডালে চাঁদের আলো টলে মাতাল হাওয়া
তাহার চেয়ে অধিক মাতাল সেই কাজল ভোমর চাওয়া
জেনেছি চোখের পানে চেয়ে।
সাপ-খেলানো বাঁশী হাতে, কান্ধে সাপের ঝাঁপি
ঠোঁটে শঙ্খ চূড়ের ধারাল হাসি শিউরে ওঠে কাঁপি।
তাহার সাথে মিলন হলে চুমুর বিষে পড়ব ঢলে।
বাঁচার চেয়ে মরাও ভাল তারে হিয়ায় পেয়ে॥

(গীতান্তে প্রস্থান, অপরদিক হইতে উর্ব্বশী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। দৈত্যেন্দ্রাণী সুদক্ষিণা উষারে ফিরায়ে নিতে
প্রেরিলা তোমারে! তারপর?

উর্ব্বশী। তোমার নির্দ্দেশ মত
অনিরুদ্ধ এসেছিল পুরী সন্নিধানে

দোঁহাকার বনপথে ঘটিল সাক্ষাৎ,
কৃতুহলী পঞ্চশর অলক্ষ্যে রহিয়া তার পুষ্পবাণ করিল সন্ধান।

শ্রীকৃষ্ণ। ঘটেছে কি মিলন তাদের ?

উর্ব্বশী। আদেশ পাইনি প্রভু, কেমনে মিলাব ?
লাজ-নম্র কুমার কুমারী
দূর হতে দুজনায় শুধু মাত্র করেছে দর্শন।
নাভিগন্ধে মত্ত মৃগ সম
ফেরে দোঁহে দুজনার প্রণয় বিরহে !

শ্রীকৃষ্ণ। অনিরুদ্ধ ঘৃণা করে দানব জাতিরে···
দৈত্য বাণ যাদব অরাতি—
উষা সেই বাণের দুহিতা !
ঐ—ঐ উষা আসে এই দিকে !
যাই আমি—শুন হে উর্ব্বশী,
তীব্র হতে আরও তীব্রতর কর
প্রণয় পিপাসা। যখন বুঝিবে মনে—
আত্মীয়, বান্ধব, মিত্র, সারা বিশ্ব লোক—
দুজনে ত্যজিতে ব্যগ্র দুজনের তরে—
সে মুহূর্ত্তে মনে রেখো, সম্মিলিত করিবে দুজনে। [প্রস্থান।

উর্ব্বশী। যথা আজ্ঞা জনার্দ্দন !

(গীত কণ্ঠে উষার প্রবেশ)

উষার গীত।

তুমি যেয়োনা যেয়োনা যেয়োনা চলে।
দিব বকুল-মুকুল মালিকা গলে॥
এবে কাননতলে মৃদু তটিনী জলে
ছায়া নটিনী সনে হের জ্যোছনা দোলে॥
যেয়োনা চলে॥
মোর ভীরুনয়নে যবে মিলালে আঁখি
সেথা দিলে গোপনে কী যে স্বপন আঁকি!
চুমে চকোর প্রিয় হোথা চকোরী বধু
পিও আমার মধু যদি পরাণ বলে॥
যেয়োনা চলে॥

উর্ব্বশী। সখি!

উষা। কে···চিত্রলেখা!

উর্ব্বশী। দেব নির্য্যাতন ক্ষান্ত দৈত্যপুরে এবে···
আর তবে কেন বনবাসে!
গৃহে ফিরে চল সখি,—

উষা। চুপ···চিত্রলেখা,—শোন্ শোন্ বাঁশী বাজে কোথা!

উর্ব্বশী। কোথা বাঁশী! বনস্পতি করিছে মর্ম্মর—

উষা। মর্ম্মর!

উর্ব্বশী। গৃহে চল সখি,—

উষা। গৃহে যাবো! কেন?

উর্ব্বশী। কেন! সেথা তব পিতামাতা আত্মীয় বান্ধব!
স্নেহ প্রীতি মমতার কোমল বন্ধন—
সবই তো গৃহের মাঝে!

উষা। তা হতে কোমল সখি, দুর্ব্বাদল ঘনশ্যাম কানন অঞ্চল।
ঐ মাঠ, ঐ নদী, নির্ঝরিণী-স্নাত ঐ নীলাভ্র পর্ব্বত—
কি প্রীতি বন্ধনে সখি, বেধেছে আমারে…
বলিতে পারি না তাহা!
গৃহে ফিরিব না আমি! হেথা যেন লভিয়াছি
জীবনের মধ্যমণি…কোন এক অরূপ রতনে!

উর্ব্বশী। অরূপ রতন! কোথা?

উষা। কোথা! সে ত নাহি জানি—সে ত নাহি জানি আমি!
দেখা দেয়…তবু মোরে ধরা নাহি দেয়!

উর্ব্বশী। সে কি কথা! এ কি সখি,
দুই আঁখি অশ্রু ছল ছল!
কেবা সে অরূপ রত্ন মোরে খুলে বল!

উষা। চিত্রলেখা!

উর্ব্বশী। বলিবে না? নাহি বল ক্ষতি নাই—
জানি আমি তব মনচোরে।
আশঙ্কা ত্যজহ সখি,
দিব এনে তাহারে নিকটে,

উষা। চিত্রলেখা, মাণিক্য অঙ্গদ হার,
যাহা চাহ দিব উপহার…
পরিবর্ত্তে এনে দাও…এনে দাও তারে—

কিন্তু সখি, এক কথা—
তার লাগি ঘটে যদি কোন পরমাদ ?

উষা। তুচ্ছ অন্য পরমাদ।
বিশ্বলোক তেয়াগিব তাহার কারণ—
চাহে যদি বলি দিব আপন জীবন।

উর্ব্বশী। হুঁ প্রথম দর্শনে শুধু এত অনুরাগ!
নাহি জানি কি ঘটিবে মিলন হইলে!

উষা। চিত্রলেখা···চিত্রলেখা, দেখ দেখ···ঐ—

উর্ব্বশী। একি! প্রণয় পীড়িত যুবা আসে এইদিকে!

উষা। আমি তবে যাই অন্তরালে!

উর্ব্বশী। আহা দাঁড়াও···

(অনিরুদ্ধের প্রবেশ)

অনিরুদ্ধ। দাঁড়াও···দাঁড়াও তুমি, যেয়োনা চলিয়া!

[উষা দাঁড়াইল, উভয়ে উভয়ের পানে অপলক নেত্রে চাহিল, উর্ব্বশী কপট গাম্ভির্য্যে মাঝখানে অসিয়া দাঁড়াইল।

উর্ব্বশী। বলি মহাশয়, একি রীতি তব!
পুরকন্যা কুমারী তরুণী···
তারে সম্ভাষণ কর বিজন কাননে ?
লাজ লজ্জা ঘৃণা মান কিছু নাহি তব!

অনিরুদ্ধ। আমি—আমি—

উষা। সখি, যাই আমি—

উর্ব্বশী। উহুঁ সে কি হয় ধনি!
বিচার করিব যোগ্য তোমারি সম্মুখে,

দণ্ডদাতা হবে তার তুমি। কি গো মহাশয়!
স্বীকৃত এ সুন্দরীর গুরুদণ্ড নিতে?

অনিরুদ্ধ। দণ্ড নিতে এসেছি কল্যাণী,—
দণ্ড পাব সেই লোভে ইচ্ছাকৃত মম অপরাধ···
ডাকিয়াছি সখীরে তোমার!
নাহি জানি পরিচয়, তবু মনে হয়,
জন্ম জন্মান্তর যেন—
অচ্ছেদ্য বন্ধন সূত্রে দুই জনে বাঁধা!
শুচিস্মীতে, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র আমি অনিরুদ্ধ নাম,
জানিতে কি পারি তব সত্য পরিচয়?

উষা। আমি উষা দৈত্যপতি বাণের নন্দিনী!

অনিরুদ্ধ। দৈত্যকুল পঙ্ক মাঝে—
জন্মিয়াছে হেন পঙ্কজিনী!

উষা। সখি, বিদেশী পান্থের স্পর্দ্ধা,
নিন্দা করে আমার জাতিরে!

উর্ব্বশী। মধুকণ্ঠে কথা বলে স্পর্দ্ধা বাড়ায়েছ—
আমি কি করিব বল?

অনিরুদ্ধ। সুকল্যাণী, ত্যজ রোষ···
তোমার অন্তর জ্যোতি দৈত্যকুলে করেছে প্রোজ্জ্বল
সে আলোকে মুগ্ধ আমি—মুগ্ধ মোর সমস্ত চেতনা!
জ্ঞান হয়, সারা বিশ্ব পড়েছে পশ্চাতে···
একা তুমি দাঁড়ায়েছ সঙ্গিহীন নিরালায়
এই মম জীবনের তটে!
উষা, উষা, কথা কও, হাত রাখ হাতে— (হস্ত ধারণে উদ্যত)

উর্ব্বশী। রোসো···রোসো—
স্পর্দ্ধা তব বাড়িতেছে আকাশ ছাড়ায়ে—
ভুলে গেছ অপরাধী, দণ্ড নিতে এসেছ হেথায় !

অনিরুদ্ধ। দেহ দণ্ড যেবা ইচ্ছা হয় —
চাহ মোর প্রাণ বলিদান ?

উর্ব্বশী। মোরা তব প্রাণ লব কিম্বা নাহি লব···
পরে তাহা সখি মোর ভাবিয়া দেখিবে ;
আপাততঃ থাক তুমি বন্দী আমাদের।
সখি, দেহ ত শৃঙ্খল—

ঊষা। শৃঙ্খল কোথায় পাব ?

উর্ব্বশী। আহা, কিছু নাহি জান !
চোরেরে শিখায়ে চুরি সাধু সেজে থাক !
শৃঙ্খল তো কণ্ঠেতে তোমার ! পরাও পরাও গলে···
নহে দুষ্ট যাবে পলাইয়া !

(ঊষার মাল্য অনিরুদ্ধকে দান)

উর্ব্বশী। দেখি চোর, শূন্য-কণ্ঠে রেখ না সখিরে !

(অনিরুদ্ধের মাল্য ঊষাকে দান ও নেপথ্যে কোলাহল)

উর্ব্বশী। ওকি কোলাহল—
যাই আমি দেখে আসি ত্বরা !
সাবধান সখি,—চোর যেন যায় না পলায়ে !

[উর্ব্বশীর প্রস্থান।

অনিরুদ্ধ। ঊষা—নীরব রহিবে তুমি !
কহিবে না কথা !

উষার গীত।

তুমি আর আমি মধু মাধবীতে
সাথে শুধু নীরবতা,
মুখে নাহি বাণী তবু যেন শুনি
কথার অতীত কথা ॥
তন্দ্রাবিহীন চাঁদ আকাশে চাহিয়া থাক্
মিলন-মালতী মালার সুরভী বাতাসে ভাসিয়া যাক্।
তোমারে পেয়েছি এই যে ক্ষণিক
আঁখিতে মিলিল আঁখি অনিমিখ
অসীম কালের সজাগ পথিক
জেনে গেল এ বারতা ॥

(উর্ব্বশীর পুনঃ প্রবেশ)

উর্ব্বশী। সর্ব্বনাশ হে রাজকুমারী,—
তোমার সন্ধান লাগি
দৈত্য সেনা বনভূমি করিছে বেষ্টন!

অনিরুদ্ধ। দৈত্য সেনা! কেন?

উর্ব্বশী। কারণ ত জান বীর,—
প্রেয়সী তোমার দৈত্যরাজ বাণের নন্দিনী।

অনিরুদ্ধ। বাণের নন্দিনী হও কিম্বা যেবা হও···
আজি হতে তুমি উষা, ভগবান কৃষ্ণ কুলবধূ।
দৈত্য পরিচয় তব লুপ্ত হয়ে যাক—
এস চলে যাদব-নগরে!

ঊষা। না না, পারিবে না যদুপুরে যেতে!
যাদব দানব বাদ বিদিত ভুবনে;
একা তুমি, প্রতিপক্ষ শস্ত্রপাণী অগণন দানব বাহিনী!

অনিরুদ্ধ। দৈত্য কন্যা, নাহি জান যাদব বিক্রম ··
সে কারণ হেন বাণী কহ!
একা অনিরুদ্ধ আমি
লক্ষ শস্ত্রপাণী দৈত্যে তিল নাহি গণি!
এস চলে দ্বারকায় আমার পশ্চাতে! (নেপথ্যে পুনঃ কোলাহল)

ঊর্ব্বশী। ঐ—ঐ পুনঃ ওঠে কোলাহল!
এস দোঁহে সঙ্গে মোর—
গোপন বিজন স্থানে রাখিব লুকায়ে—

অনিরুদ্ধ। লুকাইব! কৃষ্ণ বংশধর আমি—
লুকাইব শত্রু সেনা হেরি! কভু নহে!

ঊষা। বীরত্বে সংশয় তব নাহি করি প্রভু,
কি কারণ অনর্থক রক্তপাতে তিতিবে মেদিনী?
কথা রাখ—কথা রাখ মতিমান,
গুপ্ত-পথ জানে চিত্রলেখা···
দৈবী-মায়া আবরিয়া দুজনে লইয়া যাবে
গোপন ভবনে!
তারপর যবে পুনঃ সুযোগ দেখিব
দুইজনে যাব দ্বারকায়!

অনিরুদ্ধ। উত্তম! তাই হোক—
চল চিত্রলেখা, কোথা লয়ে যাবে! [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন পথ।

কুষ্মাণ্ড ও বক্কেশ্বর

কুষ্মাণ্ড। চারদিকে এত সেপাই-শাস্ত্রী ছুটছে···ব্যাপার কি বক্কেশ্বর!

বক্কেশ্বর। তাও জান না? কোথায় ছিলে হে কুষ্মাণ্ড! ঘরের চালে···না আধসেদ্ধ হয়ে চিংড়ী চচ্চরীতে?

কুষ্মাণ্ড। দেখ, আমায় কুষ্মাণ্ড বলে ঠাট্টা কোরো না বলছি! আমার বাপ বেটা নেহাৎ বদরাগী···তাই আমায় কুষ্মাণ্ড বলতো! বউ আমার নাম পালটে রেখেছে কুষু—

বক্কেশ্বর। তা দাদা কুষুমণি, রাজ্যের এতবড় বৃহৎ ব্যাপারটা জান না··· কচ্ছিলে কি? পরিবারের কাছে পুষুমণি হয়ে মিউ মিউ করছিলে নাকি?—

কুষ্মাণ্ড। পুষুমণি মানে বেড়াল! আমায় তুই বেড়াল বললি! তবে রে বক্কেশ্বর, তোকে আজ বক দেখিয়ে ছাড়ব!

[লাঠালাঠি করিতে উদ্যত।

(রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রোহিতাশ্ব। আহা কর কি—কর কি! থামো-থামো—

বক্কেশ্বর। কে! রোহিতাশ্ব দাদা! একি সাড়ী পরেছ কেন!

রোহিতাশ্ব। বিয়ে হয়ে গেছে কিনা···তাই বড় বেঁচে গেছ! নইলে তোমারও সাড়ী পরতে হত!

বক্কেশ্বর। তার মানে—

রোহিতাশ্ব। উহুঁ আগে ভাঙছিনে, সে থাকগে···তোমাদের ব্যাপার কি?

বক্কেশ্বর। এই দেখনা দাদা রোহিতাশ্ব, রাজ্যে এতবড় একটি ঘটনা—দৈত্যরাজ বাণের মেয়ে চুরী হয়ে গেল···আর উনি তার কিছুই জানেন না!

রোহিতাশ্ব। মহারাজ বাণের মেয়ে চুরি হল!

বক্কেশ্বর। হ্যাঁ, কে নাকি রাজকন্যাকে চুরী করে পালিয়েছে! উনি এসব কোন খবর জানেন না—

রোহিতাশ্ব। উনিও জানেন না···তুমিও জানেন না—

বক্কেশ্বর। আমি জানিনে! তবে এত সেপাই-শান্ত্রী ছুটছে কা'কে ধরতে! রাজার মেয়েকে কেউ চুরী করে পালায়নি তুমি বলতে চাও!

রোহিতাশ্ব। চুরী করে পালিয়েছে বটে···তবে রাজার মেয়েকে চুরী করেনি! রাজার মেয়েই হয়তো কোন নিরীহ ছোড়াকে চুরি করে পালিয়েছে—

কুষ্মাণ্ড। সেকি হে! তিনি যে মেয়েছেলে!

রোহিতাশ্ব। আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে যা দিনকাল পড়েছে···তা এখন মেয়েরা হয়েছে ছেলে···আর ছেলেগুলো ব্যাটা মেয়ে! মেয়ে হরণের দিন চলে গেছে দাদা! এখন থেকে হবে কেবল মাদীমুখো নর-হরণ—আর নর-হরণ!

কুষ্মাণ্ড। তা যা বলেছ—

বক্কেশ্বর। কিন্তু লোকে যে বলছে রাজকন্যাই চুরী হয়েছে!

রোহিতাশ্ব। রাজার মান রাখতে সে কথা ত প্রচার করতে হবেই! আগে জোড়া ধরা পড়ুক···তারপর বুঝবে তখন কে কাকে চুরী করেছে! ওই ভয়ে দাদা, এ যুগের মেয়েছেলের সামনে যাই না! কে কখন নাবালক পেয়ে টুক্ করে চুরী করে ট্যাঁকে গুজে ফেলবে!

বক্কেশ্বর। আরে বাঃ বাঃ, দেখ···দেখ, মেয়েছেলের নাম করতে করতেই কেমন খাসা একটা মেয়েছেলে হাজির! ওই দেখ—

রোহিতাশ্ব। অ্যাঁ! এযে সে···এযে সে—

কু ও বক্কে। কে!

রোহিতাশ্ব। ও একটা দৈত্য রাজ্যের নারী স্বাধীনতা···ও একটা দৈত্য রাজ্যের নারী-প্রগতি! ও কখনো গাই হয়, কখনো ঘোড়া হয়, তারপর ধরতে গেলে দেখা যায়···ওর আসল পরিচয়··· ইয়া বড়া একটা আস্ত ঘোড়ার ডিম!

উভয়ে। ঘোড়ার ডিম—

রোহিতাশ্ব। পালাও, ও ঘোড়ার ডিম ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে কেন জান? এই সব গোপেশ্বর ছেলেদের চুরি করতে। বাঁচতে চাও তো শিগগির পালাও—

উভয়ে। কিন্তু তুমি—

রোহিতাশ্ব। আমার গতিক সুবিধে বুঝছিনে! কেমন যেন ট্যানা হ্যাচড়া কচ্ছে আমায়! শেষ পর্য্যন্ত হয়ত ডাইনির খপ্পড়ে পড়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হব! বাঁচতে চাও তো, পালাও···পালাও!

কুষ্মাণ্ড। কি সর্ব্বনাশ! আর এখানে নয়, পালাও···পালাও—

[উভয়ের প্রস্থান।

রোহিতাশ্ব। যাক, ব্যাটারা পালিয়েছে! সুন্দরী মেয়েছেলে আসতে দেখে আর কিছুতেই নড়ে না! ওই যে! প্রিয়া এসে পড়েছেন! এই বেলা ঘোমটাটা ভাল করে টেনে দিই! প্রিয়া আমার মেয়েছেলে বিয়ে করবেন বলে যখন বাই ধরেছেন, তখন একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি!

(উর্ব্বশীর প্রবেশ)

উর্ব্বশী। যাক, ওদের যে নিরাপদে যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পেরেছি—এ ভগবানের নিতান্ত অনুগ্রহ ! এইবার দৈত্যরাণী সুদক্ষিণাকে সংবাদটা দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত !

[প্রস্থানোদ্যত।

রোহিতাশ্ব। (কাশিল)

উর্ব্বশী। কে ! (রোহিতাশ্বের পুনঃ কাশি) একি, কে তুমি ?

রোহিতাশ্ব। দেখতেই তো পাচ্ছেন…সরলা-অবলা-কুলকন্যা ! আমার নাম রোহিতাশ্বিনী—

উর্ব্বশী। হুঁ ! তা, অশ্বিনী বনে বিচরণ কচ্ছেন কি ঘাস খেতে ?

রোহিতাশ্ব। ঘাস খাব, তা খেতে পারি…যদি একটী আপনার মত সঙ্গিনী পাই—

উর্ব্বশী। কি ! আমায় অপমান কর্চ্ছ—

রোহিতাশ্ব। আজ্ঞে না, আপনি ঘাস খেতে বলছেন। অথচ আমার সঙ্গে নিজে খাচ্ছেন না…তাই অপমান নয়…অভিমান…

উর্ব্বশী। তা বেশ ! অভিমান করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক রোহিতাশ্বিনী ! আমি এই চললুম—

রোহিতাশ্ব। আ হা হা যাবেন কেন…যাবেন কেন ! অভিমান করতে হয় করুন…চলে যাবেন কেন ? আসুন না, আমরা মুখোমুখি বসে কথা বলে অভিমান করি। অ্যাঁ ! হাসিখুসী গল্প গুজব করে অভিমান করি ! অ্যাঁ ! তারপর দুজনকে দুজনে ভালবেসে বেসে অভিমান করি ! অ্যাঁ ! সঙ্গে সঙ্গে চট্ করে দুজনকে বিয়ে করে ফেলে অভিমান করি। অ্যাঁ !

উর্ব্বশী। বিয়ে করব ? তুমি যে মেয়েছেলে—

রোহিতাশ্ব। আজ্ঞে, আপনি যে শুনেছি মেয়েছেলে ছাড়া বিয়ে করবেন না—

ঊর্ব্বশী। কে বলেছে—

রোহিতাশ্ব। কেন, রাজ-পারিষদ রোহিতাশ্ব বলেছে—

ঊর্ব্বশী। সে একটা আস্ত গাধা—

রোহিতাশ্ব। আজ্ঞে হ্যাঁ—

ঊর্ব্বশী। না! সে একটা আস্ত গরু—

রোহিতাশ্ব। আজ্ঞে না, হ্যাঁ—

ঊর্ব্বশী। না। সে একটা আস্ত ঘোড়া—

রোহিতাশ্ব। আজ্ঞে না, হ্যাঁ—

ঊর্ব্বশী। না, সে ঘোড়াও নয় · তাকে কি বলা চলে বল তো!

রোহিতাশ্ব। আজ্ঞে ঘোড়ার ডিম!—

ঊর্ব্বশী। ঠিক বলেছ! সে জানে ঘোড়ার ডিম, সে জানে কঁচু! মেয়েছেলে কখন মেয়েছেলে বিয়ে করে! বিয়ে করতে হয়··· করব ব্যাটাছেলেকে!

রোহিতাশ্ব। ব্যাটাছেলেকে! এখনও বলুন, মেয়ে ছেলে বিয়ে করবেন না আপনি? এখনো সময় আছে···বলুন, এখখুনি আমার ঘোমটা কিন্তু ভেল্কি খেলবে! বলুন, ব্যাটাছেলে কি মেয়েছেলে চান? কাকে বিয়ে করবেন?

ঊর্ব্বশী। আমি দুইই বিয়ে করব—

রোহিতাশ্ব। কুছ্ পরোয়া নেই! তাতেও পেছ পা হব না! আমি এখন আছি নারী···এখন হলুম নর— (ঘোমটা ফেলিয়া দিল)

ঊর্ব্বশী। একি···রোহিতাশ্ব!—

রোহিতাশ্ব। উঁহু, আর ঠকছিনে—আমি রোহিতাশ্ব বলে স্বীকার যাই··· আর অমনি বলে বস···আমি মেয়েছেলে বিয়ে করব! সে

হবে না। আমার হাত থেকে আজ আর কিছুতেই পালাতে পারবে না। আমি এই পুরুষ এই নারী এই পুরুষ এই নারী— আমি অর্দ্ধনারীশ্বর···কোনজনে তুই করবি বিয়ে

চট করে তা কর

আমি অর্দ্ধনারীশ্বর···(নৃত্য)

ঊর্ব্বশী আঃ থাম থাম ! ওই দেখ !

রোহিতাশ্ব। কি !

ঊর্ব্বশী। একটী অশ্বডিম্ব আসছে !

[প্রস্থান

রোহিতাশ্ব। অশ্বডিম্ব !

(মত্তাবস্থায় বেত্রাসুরের প্রবেশ)

বেত্রাসুর। অশ্বডিম্ব খেয়ে দাদা, সকল হল পণ্ড !
আমার প্রিয়ায় করল চুরী
বাটপাড় এক ভণ্ড !

রোহিতাশ্ব একি ! কুমার বেত্রাসুর !

বেত্রাসুর। বেত্রাসুরের গাত্র জ্বলে, মদ খেয়ে কই ঘুমা
ঘুম আসে না কোথায় পিয়া ?
সোহাগ হারা শূন্য হিয়া
ভরাই এবার আয় না সখি, তোরেই খাবো চুমা—

(বেত্রাসুর রোহিতাশ্বের গালে চুমো খাইতে লাগিল)

রোহিতাশ্ব। ইস্ এই দেখ ! কি সোহাগ রে বাবা ! কুমার, বিয়ে করবে ?

বেত্রাসুর। বিয়ে ! ওহোঃ বোলো না—আমার কান্না পায় ! সে আমায় বিয়ে কল্লে না ! আমায় দেখলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় !

(যাদুকর বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। ভোজবাজী যাদুর খেলা·· ভোজবাজী যাদুর খেলা···

বেত্রাসুর। কে বাবা—যাদুকর!

রোহিতাশ্ব মুখখানা কচি কাঁচা···ঠিক মেয়েছেলের মত···এদিকে পুরুষের মত বেশ! তুমি ব্যাটাছেলে না মেয়েছেলে হে? তোমার স্বরূপ কি?

শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বরূপ কি অত সহজেই জানা যায় ভাই? আমি নিজেই আমার স্বরূপ জানি না···অন্ত পাই না···তা তোমাদের বলব কি? লোকে আমায় যাদুকর বলে থাকে—

বেত্রাসুর তা বাবা যাদুকর, কি কি যাদু জানো?

কি না জানি—তাই বরং জিজ্ঞাসা কর না! হ্যাঁ, তবে বিশেষজ্ঞ আমি···প্রেম রোগের টোটকা ওষুধে···আর যাদু-বিদ্যার বলে তরুণী মেয়েছেলেকে বশ করতে!

বেত্রাসুর। বটে! আমার যে তোমায় দরকার ভাই!

রোহিতাশ্ব। আমারও যে চাই—

বেত্রাসুর। চুপ···আগে আমি—

রোহিতাশ্ব আগে আমি—

শ্রীকৃষ্ণ। থাম···পর পর দুজনারই ব্যবস্থা দেব। আগে তোমার কথা বল (বেত্রাসুরকে)। ততক্ষণ তুমি একটু অন্তরালে থাক; পরে ডাকব— [রোহিতাশ্বের প্রস্থান।

বেত্রাসুর দেখ, আমি একটি মেয়েকে বড্ড ভালবাসি—

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু সে তোমায় বাসে না!

বেত্রাসুর যা বলেছ!

তার নাম রাজকন্যা উষা!

বেত্রাসুর। আশ্চর্য্য! কি করে জানলে?

শ্রীকৃষ্ণ। ভোজবিদ্যার বলে আমার কিছু অজ্ঞাত নাই।

বেত্রাসুর। বাবা যাদুকর, আমি তোমায় নগদ পাঁচশো মোহর দেব। সেই ঊষাকে আমার বশ করে দিতে হবে—

শ্রীকৃষ্ণ। আগে বললে হত···কিন্তু এখন যে বাধা দেখছি—

বেত্রাসুর। কি?

শ্রীকৃষ্ণ। সে অনিরুদ্ধ নামে এক যুবককে আত্মদান করেছে।

বেত্রাসুর। অ্যাঁ!

শ্রীকৃষ্ণ। তারই সঙ্গে সে গোপনে বিহার কচ্ছে!

বেত্রাসুর। ওঃ—অসহ্য—অসহ্য! যাদুকর, উপায় কর—

শ্রীকৃষ্ণ। উপায়!

বেত্রাসুর। তাকে অনিরুদ্ধের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে আমার হাতে দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। অন্যের বাগদত্তা স্ত্রীকে!

বেত্রাসুর। রাখো আমার বাগদত্তা! আনবে তো আনো—নইলে তোমার সামনে আমি আত্মহত্যা করব···গোহত্যার পাতক লাগবে তোমায়! এই দেখ— (ছুরি দিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত)

শ্রীকৃষ্ণ। থাম—থাম! এস, এক কাজ করা যাক! আমি তোমায় মন্ত্রবলে ঠিক অনিরুদ্ধের মত আকৃতি দান করব; ঠিক এমনটি করে সাজাব তোমায়—যে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়ালে কেউ ধরতে পারবে না—কে অনিরুদ্ধ···কে বেত্রাসুর!

বেত্রাসুর। বটে! তারপর?

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর আমি ঊষার প্রমোদ গৃহ তোমায় চিনিয়ে দেব।

ফাঁক বুঝে সেখানে ঢুকে চট্ করে উষাকে নিয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাবে!

বেত্রাসুর। চমৎকার—চমৎকার বুদ্ধি! চল তা হলে উষার প্রমোদ গৃহে!

শ্রীকৃষ্ণ। চল— [উভয়ে প্রস্থানোদ্যত।

(রোহিতাশ্বের পুনঃ প্রবেশ)

রোহিতাশ্ব। চলে যাচ্ছ যে! ও যাদুকর, আমার ব্যবস্থাটা?

শ্রীকৃষ্ণ। সে হবে আর একদিন! [বেত্রাসুরসহ শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

রোহিতাশ্ব। আর একদিন! কিন্তু আমার যে আর সবুর সয় না! সে মেয়েমানুষটি আমায় তো কিছুতেই বিয়ে করতে চাইছে না। বরং উল্টে সাত ঘাটের জল খাইয়ে গেল! মনে হয়, ওর নিশ্চয়ই কোনো গোপন প্রণয়ী আছে। নইলে আমার মত সুপুরুষকে বিয়ে করতে চায় না কেন! রোসো, এক বুদ্ধি মাথায় এসেছে! মহাদেব তো রাজপ্রাসাদে পাহারা দিচ্ছে; তার মাথায় দুটো বেলপাতা চাপিয়ে বর নেব যে আমি যাকে ছোঁব···তারি মুণ্ড খসবে! বর নিয়ে আগে ওই মেয়েছেলেটির গোপন প্রণয়ীকে ধরে এমনি করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব! তার ফলে···হাঃ হাঃ হাঃ···যাই, বেলপাতা কুড়োইগে!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বন মধ্যস্থ পার্ব্বত্য দুর্গের কক্ষ ।

উষার গীত ।

প্রেম সে সাজাল মোরে ভুবন-বিবাগী ।
ছাড়িনু গৃহ ছায়া অতীত দিন মায়া
মুছিনু যত স্মৃতি প্রিয়তম লাগি ।
প্রিয় ও পৃথিবী ধরা নাহি দেয়
দুইজনে পাশাপাশি :
ধরণী আনিল হাসির জোয়ার
প্রিয় সে বেদন বাঁশী ।
সে বাঁশী বাজিল ধীরে
অশ্রুমতীর তীরে—
জীবনের হাসি ফেলে এসে তাই
মরণের ঘুমে জাগি ॥

[রাণী-সুদক্ষিণাকে লইয়া উর্ব্বশীর প্রবেশ
ও উষাকে দেখাইয়া দিয়া উর্ব্বশীর প্রস্থান।

সুদক্ষিণা । উষা, উষা, কন্যা মোর—

উষা । মা—মা—জননী আমার,—

(উষা ছুটিয়া গিয়া মায়ের বুকে পড়িল)

সুদক্ষিণা । কোথা ছিলি অভিমান করি ? কি কারণ—
গৃহ মাঝে না করি গমন···বিজন আরণ্য দুর্গে,

করেছিস আপনা গোপন ? মনে হয়, কত যুগ যুগান্তর যেন
দেখি নাই ও মুখ পঙ্কজ ! দেখি কন্যা, চাও আঁখি তুলে—

উষা। মা—

সুদক্ষিণা। একি একি···উষা ! কি আশ্চর্য্য ! রক্তিম সিন্দুর বিন্দু
পরেছ ললাটে ! তবে কি···তবে কি তুমি—

উষা। গন্ধর্ব্ব আচারে আমি পরিণীতা মাগো !

সুদক্ষিণা। পরিণীতা ! মম কন্যা পরিণীতা !—
কি আশ্চর্য্য—এ বিপুল আনন্দ বারতা
এতক্ষণ রেখেছ লুকায়ে ! কে সে কল্যাণীয় মোর হয়েছে জামাতা !
কোন বংশে জন্ম তার···কাহার নন্দন ! বল বল মাগো,
মোর পাশে কিসের সঙ্কোচ ?
বল শীঘ্র কোথা গুণমণি ?

(অনিরুদ্ধের প্রবেশ)

অনিরুদ্ধ। উষা—

সুদক্ষিণা। কে ! একি, নবঘনশ্যাম রূপ···আয়ত লোচন···
বিম্বাধর পুটে স্থির সৌদামিনী দ্যুতি !
দীর্ঘবাহু আজানু লম্বিত···সুপ্রশস্ত বক্ষপরে
কি মহান পৌরুষ গরীমা !
এ রূপের···এ রূপের কি দিব তুলনা !
জ্ঞান হয়, কৃষ্ণ নারায়ণ বুঝি ওই বরতনু মাঝে
করিছেন নিজে অধিষ্ঠান ! কে তুমি···কে তুমি যুবা,
কহ তব সত্য-পরিচয় !

অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ নাম মোর ; ভগবান কেশব নন্দন
প্রদ্যুম্ন সে জনক আমার !

সুদক্ষিণা। শ্রীকৃষ্ণ নয়ন-মণি অনিরুদ্ধ তুমি! নাহি জানি,
কোন ভাগ্যবলে আজি পবিত্র করিতে এলে
দানব নগর! এসেছ যদ্যপি, ক্ষণেক অপেক্ষা কর
হে কাম্য অতিথি! পুষ্প অর্ঘ্য লয়ে আসি—
পূজিব চরণ!—

ঊষা। ছিঃ ছিঃ মাগো, পূজিতে চাহিছ কারে!—

সুদক্ষিণা। কেন! ভগবান কেশবের যোগ্য বংশধর, ইষ্ট সম মানি তাঁরে,
অবশ্যই আছে এঁর পূজা অধিকার!—

ঊষা। পূজা নহে; দাও স্নেহ—দাও আশীর্ব্বাদ!

সুদক্ষিণা। আশীর্ব্বাদ!

ঊষা। সম্মুখে দাঁড়ায়ে তব ইষ্টদেব নহে—
কল্যাণীয় জামাতা তোমার!

সুদক্ষিণা। জামাতা! শ্রীকৃষ্ণ-নয়নমণি জামাতা আমার!
ধন্য ধন্য ঊষা, সার্থক হইল আজি নারী জন্ম তোর!
(অনিরুদ্ধকে) আয় বৎস, বুকে আয়—
মাতৃস্নেহে ধন্য করি চুম্বিয়া বদন!
বুকে আয়···বুকে আয়—

(আলিঙ্গনে উদ্যত···সশস্ত্র বাণের প্রবেশ)

বাণ। দাঁড়াও মহিষী! আলিঙ্গন কর কারে? এসো এইদিকে।

সুদক্ষিণা। প্রভু, জামাতা আমার!

বাণ। (আদেশের স্বরে) সুদক্ষিণা! (সুদক্ষিণা নত মস্তকে পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল)
ঊষা, দৈত্যপতি বাণের ভবনে নিজে শিব সজাগ প্রহরী;
ত্রিজগতে অবিদিত কিছু নাহি মোর!
মনে রেখো, সর্ব্ব তথ্য করেছি শ্রবণ!

উষা। পিতা!

বাণ। গুরু অপরাধ তব! তবু তুমি স্নেহের পুতলী;
বিশেষতঃ বয়সে বালিকা।
অপরাধ ক্ষমিব তোমার; অনিরুদ্ধে ত্যাগ করি এসো এইদিকে—

উষা। পতি পার্শ্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে!

বাণ। হ্যাঁ হ্যাঁ···রে মুর্খ বালিকা, অনিরুদ্ধ নহে পতি তোর।

উষা। সেকি পিতা! নিজে আমি বরমাল্য করেছি প্রদান···
ঐ হস্তে পতি মোরে পরালেন মঙ্গল সিন্দূর!
তবু তুমি কহ কিনা—

বাণ। স্তব্ধ হ রে মুখরা বালিকা!
গোপস্থত কৃষ্ণের আত্মীয় সনে
বিশ্বপতি বাণকন্যা পরিণয় হয় না কথনও! যা ছে—
শুধু ছেলেখেলা! মাটির পুতুল গড়ি শিশু যথা
পুতুলের বিবাহ ঘটায়···এও যেন সেইরূপ পুত্তল বিবাহ!
নব পরিণয় তব আজি রাত্রে হবে সঙ্ঘটন!
সঙ্গে এসো, এই দণ্ডে অন্য বরে
সম্প্রদান করিব তোমারে।

উষা। পিতা—পিতা, তব মুখে একি শুনি অসম্ভব অদ্ভুত বচন!
প্রকৃতিস্থ কিম্বা তুমি হয়েছ উন্মাদ! বিবাহিতা কন্যারে তোমার
অন্যজনে চাহ সমর্পিতে!

বাণ। উষা!

উষা। হে জনক, তুমি মোরে চিরদিন বাসিয়াছ ভাল;
হোয়ো না নিষ্ঠুর আজি, করিও না উচ্চারণ

হীনজনোচিত হেন জঘন্য বচন ! পায়ে ধরি তব,
ফিরে যাও রাজগৃহে, পতিপার্শ্বে আমারে রাখিয়া ।

বাণ । আসিবে না ! পালিবে না আদেশ আমার !

ঊষা । কেমনে পালিব পিতা, উন্মাদের প্রলাপ আদেশ !

বাণ । রাণী সুদক্ষিণা, শোন কথা কন্যার তোমার !
এখনো নিরস্ত করো অনিরুদ্ধে পতি সম্ভাষিতে !
নহে জেনো, ফল তার অতীব ভীষণ !

সুদক্ষিণা । ঊষা, চলে আয় মাগো—

ঊষা । কি কহিছ মাতা ! পতি ত্যজি কোথায় যাইব !

সুদক্ষিণা । স্বামীর আদেশে কহি—কথা শোন ঊষা !

ঊষা । স্বামীর আদেশ ! স্বামীর আদেশ !
পতিব্রতা নারী তুমি···আমারে শিখাও আজি
পতি ত্যজিবারে !
কেন ? কি হেতু ত্যজিব তাঁরে ! কোন সে বিচারে ?

সুদক্ষিণা । ঊষা—

ঊষা । ফিরে যাও গৃহে মাতা,—
জঠরে ধরেছ বলে নারীত্বের অপমান করিবে আমার,
সে কথনো সহিব না জীবন থাকিতে ।
পতি পরিত্যাগ ধর্ম্ম জানি না কেমন···
পত্যন্তর গ্রহণের বিধান সতীর—
কারো কাছে করিনি শ্রবণ !
সে কার্য্য যদ্যপি মোরে সাধিবারে হয়—
বিশ্বে তবে আসুক নামিয়া ত্বরা বিরাট প্রলয় !
সে প্রলয় তরঙ্গ প্লাবনে···সীতা সতী সাবিত্রীর

যত পুণ্য গাথা—ধুয়ে মুছে লুপ্ত হয়ে যাক।
কন্যারে শিখাও মাতা পতি পরিত্যাগ!
কর…কর তবে এই দণ্ডে আপনার পতিরে বর্জ্জন—
কর অগ্রে অন্য ভর্ত্তা চরণ পূজন—
তার পূর্ব্বে বিবাহিতা দুহিতা তোমার
অন্য পুরুষের ছায়া দেখিবে না কভু!—

সুদক্ষিণা। ঊষা‥ ঊষা!

ঊষা। এসো স্বামী, যাই মোরা,
এ গৃহের বিষাক্ত বাতাস!

বাণ। দাঁড়াও! কোথা যাবে মদগর্ব্বে ফিরে!
সুভদ্র, শৃঙ্খলিত কর দুইজনে!

অনিরুদ্ধ। সাবধান! শৃঙ্খলিত করিবে কাহারে!
আরে নীচাশয় দৈত্য,
এতক্ষণ স্থাণুর সমান রহি
শুনিয়াছি তোমার বচন।
প্রতি বাক্যে—প্রতি বর্ণে তব
আগ্নেয় গিরির জ্বালা
বক্ষে মম ধূমায়িত প্রচ্ছন্ন আক্রোশে!
উদগীরণ করিনি অনল
শুধু মাত্র ভাবিয়া অন্তরে
জন্মার্জ্জিত পুণ্য বলে…তুমি পিতা সুন্দরী ঊষার!
নহে জেনো, এতক্ষণে মুখর রসনা তব
চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যেতো!

বাণ। আস্ফালন তবু শোভা পেত—
রহিতে যদ্যপি বসে দ্বারকার সুরক্ষিত দুর্গের আড়ালে
মাতৃক্রোড়ে স্তন্য দুগ্ধ পানে !
নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ যুবা, এত দুঃসাহস !
বিশ্বজয়ী বাণ দৈত্যে শোনাও তর্জ্জন !
সুভদ্র, যাও শৃঙ্খলিত করো—

অনিরুদ্ধ। অস্ত্র অস্ত্র···এক গোটা অস্ত্র যদি···
না থাকুক কোন অস্ত্র···
আরে রে দানব, এই দেখ···
মৃত্যু তোরে গ্রাসিল এবার—

[দীপ-বর্ত্তিকা লইয়া সজোরে নিক্ষেপ ; কক্ষ-অন্ধকার···বাণের কপাল কাটিয়া রক্তধারা ছুটিল···সুভদ্র প্রভৃতি অনিরুদ্ধকে শৃঙ্খলিত করিল।

বাণ। ও ! ক্ষীণ ক্ষতে মৃত্যু নাহি দানব বাণের !
ওরে মূঢ়, বিশ্বে আমি অজর অমর !
যাও লয়ে দ্বারের বাহিরে—

(লইয়া যাইতেছিল, উষাও যাইতেছিল···বাণ তাহাকে ধরিল)

সাবধান দানব নন্দিনী ! স্থির হয়ে রহ হেথা।
সুভদ্র, অনিরুদ্ধ-ছিন্নমুণ্ড লয়ে এস ত্বরা—

উষা। পিতা—পিতা—

সুদক্ষিণা। স্বামী—স্বামী—

বাণ। ছিন্নমুণ্ড—ছিন্নমুণ্ড—

[অনিরুদ্ধকে লইয়া সুভদ্রের প্রস্থান।

ঊষা। একি সর্ব্বনাশ! কি হবে উপায় মাগো!

সুদক্ষিণা। ডাক···বিপদ-ভঞ্জন প্রভু নারায়ণে ডাক!

বাণ। ডাক নারায়ণে! দেখি আজ রক্ষা করে কোন নারায়ণ!

(উভয়ে অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া আর্ত্তকণ্ঠে নারায়ণকে ডাকিতে লাগিল—পশ্চাত-পটে দেখা গেল···ছায়া মূর্ত্তির মূক অভিনয়। সুভদ্রের সঙ্গে শৃঙ্খলিত অনিরুদ্ধ···পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণ দেখা দিলেন—স্পর্শমাত্রে সুভদ্র নিদ্রিত হইল···অনিরুদ্ধকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। তারপর আসিল অনিরুদ্ধ বেশধারী বেত্রাসুর! সে আসিয়া মূর্চ্ছিত সুভদ্রকে তুলিল—সুভদ্র জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে অনিরুদ্ধ জ্ঞানে সহসা অস্ত্রাঘাত করিল। ছায়াছবি অন্তর্হিত হইল···ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুভদ্রের প্রবেশ)

সুভদ্র। মহারাজ, ছিন্নমুণ্ড!

বাণ। হাঃ হাঃ হাঃ—

ঊষা। ওঃ—মা, মাগো—

[সুদক্ষিণার কোলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দ্বারকার উদ্যান।

বিরজার গীত।

কাঁদাতে বাসো ভাল নিঠুর শ্যাম-চাঁদ!
পরাণ-হরিণী ধর পাতিয়া রূপ-ফাঁদ।
যমুনা হেরিল ওরূপ মাধুরী
কাঁদন হইল সার
তমাল বিপিনে অসীম বিরহ
শ্বসিতেছে অনিবার।
আমি দেখেছিনু তব রূপছায়া
শুনেছিনু বঁধু, বাঁশরীর মায়া;
কৃষ্ণ চূড়ার কানন ধূলায়
লুটাই দিবস রাত॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

(শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও সাত্যকির প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। হে আর্য্য, মিনতি রাখ,
চিত্ত মোর ধৈর্য্য নাহি মানে!
বিবরিয়া কহ দেব, কি ঘটেছে পুরে!

বলদেব ! কি ঘটেছে ! কৃষ্ণ···কৃষ্ণ !

শ্রীকৃষ্ণ। যদুগণ শোক মগ্ন···ফেলে অশ্রুধারা···
উন্মাদিনী সম কাঁদে রুক্মা দেবী,
মায়াবতী আদি পুরাঙ্গণা !
যত প্রশ্ন করিলাম···তত উচ্চৈস্বরে কেঁদে
প্রতিজনে ধরণী লোটায়।
কারণ বুঝিতে না'রি কেন এ ক্রন্দন !
হে অগ্রজ, কি হয়েছে বলিবে না মোরে !

বলদেব ! কি বলিব ! ওষ্ঠে মোর ভাষা না-জুয়ায় !
হায় হায়···বলভদ্র জীবিত এখনো,
হলের বিক্রমে তার আজও কাঁপে ধরা—
কনিষ্ঠ কেশব তার নর-নারায়ণ—
করধৃত কালজয়ী চক্র সুদর্শন···
এত আস্ফালন···হেলায় উপেক্ষা করি
দানব হরিয়া নিল অন্তরের নিধি !

শ্রীকৃষ্ণ। কে সে দৈত্য বলদেব ! কোন নিধি করিল হরণ !

বলদেব। প্রশ্ন কর পুনঃ জনার্দ্দন !
হে বিশ্ব কুহকী !
সারা বিশ্বে চিরযুগ আত্মীয় বান্ধবহীন
রয়েছ একাকী !
কাঁদিতে জাননা তুমি ; ভালবাস কাঁদাতে সবারে !
নাহি কাঁদ···কাঁদিব আমরা !
কিন্তু কৃষ্ণ, লজ্জা গ্লানি অপমান
এখনো আবৃত নাহি করে ও বদন !

নিজে ছিলে দানব নগরে,
তবু অনিরুদ্ধে তুমি রক্ষিতে নারিলে!

শ্রীকৃষ্ণ। অনিরুদ্ধ! কি হয়েছে তার!

বলদেব! চমৎকার···চমৎকার! হে সাত্যকী,
বলিতে কি পার মোরে—
হাসি কিম্বা কাঁদি আমি কেশবের হেরি ব্যবহার!

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্য বলদেব! হে সাত্যকি,
তুমি মোরে কহ ত্বরা স্বরূপ বচন!

সাত্যকী। জনার্দ্দন! মর্ম্মঘাতী হেন বাণী কেমনে কহিব!
তুমি কি জাননা প্রভু; সারা বিশ্ব জানে—
বাণ দৈত্য অনিরুদ্ধে করেছে নিহত!

বলদেব! ওঃ! অনিরুদ্ধ···অনিরুদ্ধ!

শ্রীকৃষ্ণ। অনিরুদ্ধ হত দৈত্য করে!
হাঃ! হাঃ! হাঃ!

বলদেব।
সাত্যকি। } কেশব! কেশব!

শ্রীকৃষ্ণ। ওঃ, ক্ষমা কর বলদেব, সত্য কহি, আমি হাসি নাই,
নিয়তি হাসিল বুঝি বসি মোর অধর সীমায়!
নিয়তি নির্দ্দেশে কহি,
মম জ্ঞান হয়, অনিরুদ্ধ জীবিত এখনো!

বলদেব। জীবিত! দেবতা বাসব আসি দেছে সমাচার
নিজ চক্ষে করেছে দর্শন—
দৈত্য সেনাপতি অস্ত্রে অনিরুদ্ধ হত!

শ্রীকৃষ্ণ দিব্য দৃষ্টি দেবতার
তাহারো আড়ালে ঘোরে চক্র নিয়তির!
বিভ্রান্ত হইতে পারে দেবতা বাসব!

বলদেব। বাসব বিভ্রান্ত যদি, কাহারে ঘাতক-খড়্গ বধিল তাহলে!

শ্রীকৃষ্ণ। কত পাপাচারী আছে
পর ধন…পর দার লোভী…
কোন পাপে দৈত্য খড়্গে
কার শির দ্বিখণ্ড হইল—
কেমনে বলিব কহ!
অবশ্য এ সকলই অনুমান শুধু;
সত্য যাহা…আমি নহি…জানে সে নিয়তি!—

বলদেব বচন ভঙ্গিতে তব পরম বিস্ময় জাগে
অন্তরে আমার!
হে কেশব, বাক্য জালে ভুলায়ো না আর—
উৎকণ্ঠা সংশয় মাঝে রাখিও না মোরে!
সত্য কহ, জীবিত কি…
জীবিত কি প্রাণপ্রিয় অনিরুদ্ধ মোর!

শ্রীকৃষ্ণ আমি কি বলিব আর্য্য!
নিজে তুমি দেখ বিচারিয়া…
অনিরুদ্ধে বরমাল্য দিয়াছে সে উষা
সতী অংশে উদ্ভব যাহার!
সতীর সীমন্ত লেখা সিন্দুর লেখন—
দানব তো ছার…

মূর্ত্তিমান মৃত্যু নিজে পারে কি মুছিতে !
ঊষার ললাটে চাহি, তাই আর্য্য, করি অনুমান…
অনিরুদ্ধ আজও বেঁচে আছে !

বলদেব। সত্য সত্য—অনুমান সত্য তব নিশ্চিত কেশব !
আমারও অন্তর কহে—
অনিরুদ্ধ বেঁচে আছে…আজও বেঁচে আছে !
হে সাত্যকি, বিলম্বে কি কাজ তবে ! চল ত্বরা—
সাজাও বাহিনী। সাগর প্লাবন সম
সেনা স্রোতে ব্যাপ্ত করি দানব নগর—
ঊষা অনিরুদ্ধে মোরা করিব উদ্ধার।

শ্রীকৃষ্ণ। বলদেব, আর্য্য বলদেব।

বলদেব। ডাকিও না—ডাকিও না কেশব এখন !
কর্ণে পশে সমুদ্র গর্জ্জন সম
মহাকাল ভৈরবের ডমরু বাদন !
দৈত্যরক্তে মৃত্যুরঙ্গে নাচিব এবার…
আয়—আয় রে সাত্যকি, ত্বরা ছুটে যাই মোরা।

[উভয়ের প্রস্থান।

জানি মনে…বলদেব মানিবেনা আজিকে বারণ !
দানব যাদব দোঁহে হবে মহারণ।
বিশ্বনাথ মহেশ্বর ! বাণপুরে রয়েছ প্রহরী ;
ইচ্ছা হলে, তুমি কি না'রিতে প্রভু,—
এই যুদ্ধ নিবৃত্ত করিতে ?

(শিবের প্রবেশ)

শিব। কেমনে নিবৃত্ত করি বলতো কেশব!
যুদ্ধ ইচ্ছা কার? আমার?
অথবা হে ইচ্ছাময়, সে ইচ্ছা তোমার!

শ্রীকৃষ্ণ। অন্তর্যামী—হে শঙ্কর,
স্মরণ করিতে যদি হয়েছ উদয়—
পদে অনুনয়—
এখনও ফিরায়ে দাও অনিরুদ্ধে প্রভু!
ক্ষান্ত হবে আসন্ন সমর।

শ্রীকৃষ্ণ। না—সতী চিরপতি অনুগামী;
অনিরুদ্ধে পাই যদি জানি সুনিশ্চিত,
বিনা রণে ঊষা সতী পাব!
কার সাধ্য পতির মিলনে তারে বাধা দিতে পারে!
ফিরে দাও হে শঙ্কর, অনিরুদ্ধে তুমি!

শিব। পারি না অর্পিতে তারে; শক্তি নাহি মম।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন মহেশ্বর!

শিব। কেন? তুমি কি জান না কৃষ্ণ,
বাণের নগরে আমি রয়েছি প্রহরী!
অনিরুদ্ধ বন্দী ছিল—
মৃত্যু মুখ হতে সুকৌশলে মুক্ত করি তারে
দ্বারকায় লয়ে যাবে তুমি—
দ্বারী হয়ে আমি কি ত্যজিতে পারি দ্বার?
তাই তারে দৈত্যপুরে রেখেছি ধরিয়া!

আপন বিক্রমে হরি, পরাজিত করি বাণরাজে—
পার যদি মুক্ত করো অনিরুদ্ধে তব !—

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু তার পূর্ব্বে দৈত্য যদি বধ করে তারে—

শিব। পারিবে না ; শিবের নয়ন বহ্নি
বাণপুরে অনিরুদ্ধে করেছে বেষ্টন !
অদৃশ্য মূর্ত্তিতে এবে সে অনলে অনিরুদ্ধ করিছে বিরাজ
দেখিতে পাবেনা কেহ—যদি বা দেখিবে—
পারিবে না বধিবারে—কিম্বা তারে মুক্ত করে নিতে—
নেত্রানল প্রহরী তাহার !

শ্রীকৃষ্ণ। মহেশ্বর—

শিব। বলেছি তো, পরাজিত করো বাণরাজে—
তবে পাবে অনিরুদ্ধে ফিরে !

শ্রীকৃষ্ণ। সেই কথা—রণ প্রয়োজন !

শিব। রণ প্রয়োজন ! প্রয়োজন ভূ-ভার হরণ !
ভূ-ভার হরণকারী, তাই পুনর্ব্বার কহি—
আমারে নিমিত্ত করি, এ ইচ্ছা তোমার !
যাই এবে জনার্দ্দন, পুরী দ্বারে রহিতে প্রহরী !

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষণেক অপেক্ষ দেব,—
নাহি জানি পুনর্ব্বার শিব কৃষ্ণ যবে দেখা হবে
কিরূপে ভেটিবে দোঁহে কোথা কোন বেশে !
আজি বিদায়ের কালে লয়ে যাও হে শঙ্কর,
অন্তরের প্রীতি পুষ্প প্রেম উপহার
লহ প্রভু, মম নমস্কার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৈত্যপুরের পার্ব্বত্য পথ।

(উর্ব্বশীকে ঘেরিয়া অপ্সরাদের গীত)

অপ্সরাদের গীত।

আজ বনে বনে ফুল-দোল।
মনে মনে লাগে রঙের ভিয়ান
পুলকের হিল্লোল॥
চামেলী ঝরায় সোহাগ পরাগ রেণু
বিদেশী রাখাল বাজায় ব্যাকুল বেণু
ছায়া পথ গোঠে নাচেরে আলোক ধেনু
বায়ু বহে উতরোল॥

উর্ব্বশী। অপ্সরার মধুকণ্ঠে
কত যুগ পরে যেন শুনিনু সঙ্গীত!
চঞ্চল অন্তর কাঁদে···অলকা পুরীর মাঝে
নৃত্যরঙ্গে করিতে বিহার!

১ম অ। যাবে না সে অলকা নগরে?

উর্ব্বশী। হ্যাঁ যাব আমি!
দৈত্যপুরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদেশে
অনিরুদ্ধ উষা পরিণয়
সুকৌশলে করেছি সাধন।
মম কার্য্য শেষ তথা—
বাকী আছে যাহা
করিবেন আপনি শ্রীহরি।
চলে এবে যাই সবে অলকা নগরে!

১ম অ। দৈত্যপুরে যে নৃত্য শিখেছ রাণী,
নাম নাহি মনে পড়ে···
সেই নৃত্য ভঙ্গে চল যাই অলকায়!

উর্ব্বশী। দৈত্য নৃত্য! ওঃ মহুয়া—মহুয়া—

[মহুয়া নৃত্য করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

(অপর দিক হইতে রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রোহিতাশ্ব। হিস্ হিস্—শুনছো···শুনছো! যাঃ শুনলে না···চলে গেল! ও যাবার সময় রাঙা পায়ের ঘায়ে ঘায়ে যেন বুকখানা থেঁতলে দিয়ে চলে গেল! এখন আমার উপায়? হাঁ ঠিক হয়েছে! আমায় যখন বিয়ে করল না···তখন ওর যে হবে নাগর—তাকে মারবো এমন এক চাপড়···রোসো···বেলপাতাগুলো বার করি আগে! (বেলপাতার অঞ্জলি লইয়া মুদিত নেত্রে) বাবা ভোলানাথ, বাবা মহাদেব! শুনেছি তুমি নাকি বেলপাতাতেই খুসী হও। তা বাবা, তোমার উদ্দেশ্যে শুকনো বেলপাতা দুটো মাটিতে ফেললুম—দয়াময়, ধাঁ করে এসে আমায় একটা বর দিয়ে যাও দিকি!

(শিবের প্রবেশ)

শিব। কে, কে ভক্ত আমায় বিল্বপত্রের অঞ্জলি দান করলি? বল, তোর কি প্রার্থনা?

রোহিতাশ্ব। এই যে এসেছ ঠাকুর! দেখ, আমি একটি বর চাই, বল···বর দেবে তো?

শিব। ওরে, ভিখারী-শিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়—দরিদ্রের তণ্ডুল কণাও সে পরম তৃপ্তি সহকারে ঝুলিতে ভরে নেয়; শূন্য হস্তে সে কখনও ফেরে না…আশ্রিতজন যে·· তাকেও সে কখনো শূন্য হস্তে ফেরায় না! বল, তুই কি বর চাস্—আমি এই দণ্ডে তোর প্রার্থনা পূর্ণ করব!

রোহিতাশ্ব। তা যদি হয়, তাহলে আমায় এই বর দাও মহাদেব, আমি যার মাথায় হাত ছোঁয়াব—তারই মুণ্ড ধড় থেকে আলাদা হয়ে ভোঁ করে শূন্যে উঠে যাবে।

শিব। তথাস্তু—তথাস্তু— [প্রস্থানোদ্যত।

রোহিতাশ্ব। চলে যাচ্ছ যে—

শিব। প্রার্থিত বর তো দিলুম বৎস, আবার কেন ডাকছ।

রোহিতাশ্ব। বর দিলে! তা হলে বলতে চাও, যার মাথায় এখন হাত ছোঁয়াব, তারই মুণ্ড কাঁধ হতে দু ফাঁক হয়ে যাবে?

শিব। হ্যাঁ যাবে।

রোহিতাশ্ব। বটে! কিন্তু তোমার কথা যে সত্যি তা বিশ্বাস করি কি করে?

শিব। মূর্খ! শিব-বাক্য কখনও বিফল হয় না!

রোহিতাশ্ব। উঁহু—ও শিব-বাক্য-ফাক্য বুঝি না ঠাকুর। যা নিলেম তা পরখ করে নেওয়াই ভাল। নইলে, ভাওতা দিয়ে যদি পালিয়ে যাও! দাঁড়াও, তোমার সামনেই পরীক্ষা করি। একটা কোন লোকজন ·যদি পেতাম তাহলে তার মুণ্ডে হাত বুলিয়ে···ওঃ—হয়েছে! দেখি ঠাকুর, মাথাটা এগিয়ে আনো দেখি।

শিব। .কেন! আমার মস্তকে কি হবে?

রোহিতাশ্ব । বর যখন দয়া করে দিয়েছে ঠাকুর, তখন তার ফলটাও দয়া করে দাঁড়িয়ে দেখ না! পরীক্ষাটা তোমার ওপরেই হয়ে যাক্! দাও…মাথা এগিয়ে দাও…হাত ছুঁইয়ে দেখি—

শিব । আরে অর্ব্বাচীন! তুই একি কচ্ছিস! সরে যা—সরে যা—

রোহিতাশ্ব । উঁহু, পরীক্ষা না নিয়ে কিছুতেই ছাড়ছিনে!

শিব । কি সর্ব্বনাশ, দুরন্ত দানবকে বর দান করে একি বিপদে পড়লুম! এখন আত্মরক্ষা করি কি প্রকারে! ওরে, ক্ষান্ত হ—ক্ষান্ত হ তুই— [ছুটিয়া প্রস্থান।

রোহিতাশ্ব । দাঁড়াও ঠাকুর, বরের মহিমা না দেখে কোথায় পালাবে? দাঁড়াও, দাঁড়াও— (অনুসরণ)

(অপর দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকী । এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! জীবনে এত যুদ্ধ করেছি আমরা… কত দৈত্যকুল যাদব বিক্রম সহ্য করতে না পেরে ধ্বংশ হয়ে গেছে; কিন্তু এই বাণ দৈত্যের সঙ্গে যে কিছুতেই পেরে উঠছি না!

শ্রীকৃষ্ণ । বাণ সামান্য দৈত্য নয়, সাত্যকি—

সাত্যকী । কিন্তু যাদব পক্ষও তো সামান্য শক্তিধর নয়! প্রদ্যুম্ন শাম্ব অদি কুমার এবং স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বলরামের চালিত বাহিনী দৈত্য-ব্যূহ ভেদ করতে পারল না…এযে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারি না—

শ্রীকৃষ্ণ । স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর দানব শক্তিকে আশ্রয় করে আছেন! শিবশক্তি যতদিন জাগ্রত—ততদিন বাণ বিজয় বুঝি অসম্ভব! সে যা হোক কোনো উপায় যদি—

(নেপথ্যে শিব) ওরে, ছেড়ে দে ··ওরে দৈত্য, আমায় ছেড়েদে।

সাত্যকী। একি! দেবাদিদেব মহেশ্বর এমন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছেন কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না! সাত্যকী, শীঘ্র যাও, আর্য্য বলভদ্রকে আপাততঃ পুরী আক্রমণ হতে নিরস্ত থাকতে অনুরোধ করগে! হয়তো সুকৌশলে কার্য্যোদ্ধার করতে পারবো! যাও, শীঘ্র যাও!

[সাত্যকীর প্রস্থান।

শিব। (নেপথ্যে) ওরে ছেড়েদে! ওরে দৈত্য! আমায় ছেড়ে দে—

শ্রীকৃষ্ণ। দেবাদিদেব মহেশ্বর!

(শিবের প্রবেশ)

শিব। কৃষ্ণ! আমায় রক্ষা কর! দৈত্যকে বর দিয়েছিলুম— যাকে সে স্পর্শ করবে তার মুণ্ডপাত হবে! দুষ্ট দৈত্য এখন আমায় স্পর্শ করতেই ধেয়ে আসছে। কৃষ্ণ, পার ত আমায় রক্ষা কর!

শ্রীকৃষ্ণ। এক কাজ করুন ভগবন, আপনি অর্দ্ধদণ্ডকাল শবরূপে নিদ্রিত থাকুন গে···আমি দুষ্ট দৈত্যকে উপযুক্ত প্রতিফল দিচ্ছি!

শিব। শবরূপে নিদ্রিত থাকব! কিন্তু আমার নেত্রানল যে অনিরুদ্ধকে বেষ্টন করে জাগ্রত রয়েছে!

শ্রীকৃষ্ণ। অনিরুদ্ধকে বৈশ্বানরের হস্তে অর্পণ করে নেত্রানলকে নিদ্রিত করুন।

শিব। কিন্তু বৈশ্বানর যদি অনিরুদ্ধকে দগ্ধ করে?

শ্রীকৃষ্ণ। তা হলে আপনি যে অর্দ্ধদণ্ডকাল শবরূপে নিদ্রিত থাকবেন— সেই অর্দ্ধ দণ্ডের জন্ম আপনার সমস্ত শক্তি অনিরুদ্ধের দেহকে

আশ্রয় করুক! তা হলে বৈশ্বানর কবল থেকেও অনিরুদ্ধ দগ্ধ হবে না! অৰ্দ্ধদণ্ড পরে আপনি আবার আপনার শক্তি গ্রহণ করে সচেতন হবেন!

শিব। বেশ আমি তোমার কথাই শুনবো কৃষ্ণ!

রোহিতাশ্ব। (নেপথ্যে) ঠাকুর, দাঁড়াও দাঁড়াও—

শিব। ঐ দুষ্ট ধেয়ে আসছে! তা হলে আমি যাই কৃষ্ণ, অনিরুদ্ধকে শক্তি দিয়ে তাকে বৈশ্বানর করে অর্পণ করে—আমি অৰ্দ্ধদণ্ডের জন্য শব হয়ে শয়ন করি গে। [প্রস্থান।

(রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রোহিতাশ্ব। ও ঠাকুর, দাঁড়াও—দাঁড়াও—

শ্রীকৃষ্ণ। ও পাগলের পেছনে ছুটছো কেন বলতো?

রোহিতাশ্ব। এই যে যাদুকর! তুমি তো ভেল্কী শেখালে না! তাই আমি ওই ঠাকুরের নিকট বর নিয়েছি—যার মাথা হাতে ছোঁব—তার মাথাই ধড় থেকে খসে সগ্‌গে উঠে যাবে! এবার ঠাকুরের ওপর পরখ্ করে দেখব—বর সত্যি হল কিনা—

শ্রীকৃষ্ণ। আরে, ও তো শ্মশানবাসী পাগল! ওর সঙ্গে জুটে তোমার মত বুদ্ধিমান লোকও পাগল হয়ে গেল!

রোহিতাশ্ব। কেন বল দেখিনি! ওর বর সত্যি হবে না!

শ্রীকৃষ্ণ। হা ভগবান, তাহলে আর দুঃখ ছিল কি! এতকষ্ট করে যাদু বিদ্যা না শিখে…শিবের মাথায় দুটো বেলপাতা চাপিয়ে আমিও তো অসাধ্য সাধন করতে পারতুম! ভাঙ্গড় শিব সিদ্ধির নেশায় কি প্রলাপ বকেছে…তাই বিশ্বাস করে বসে আছ? ছি:—

রোহিতাশ্ব। তাহলে ওর বরে কোন ফল হবে না—কারো মুণ্ড উড়বে না!

মুণ্ডতো মুণ্ড···কুটো গাছ পর্য্যন্ত নড়বে না।

রোহিতাশ্ব। কিন্তু লোকে যে বলে শিববাক্য মিছে হয় না!

শ্রীকৃষ্ণ। লোকে কিনা বলে—তা বলে তোমার মত প্রবীণ বিবেচক ব্যক্তি তাই বিশ্বাস করবে নাকি—

রোহিতাশ্ব। তাইতো! তুমি আমায় বড় ধাঁধাঁয় ফেললে হে! মনে বিষম খটকা লাগল দেখছি! একটা লোকজন কারুকে যদি খুঁজে পেতাম তাহলেনা হয় একবার তার মুণ্ডে হাত বুলিয়ে—

শ্রীকৃষ্ণ। বেশতো, এতই যখন তোমার অবিশ্বাস তখন এক কাজ করনা; মুণ্ডতো তোমার নিজের সঙ্গেই আছে···তাতে হাত বুলিয়ে দেখ—

রোহিতাশ্ব। ঐ যা! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আমার নিজেরও একটা মুণ্ড আছে! খামোকা ঐ পাগলাটার পেছনে ছুটে মরছি! ভাল কথা মনে করে দিয়েছ যাদুকর···ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ! নিজের মুণ্ডেই তা হলে হাত বুলিয়ে দেখি! বাবা মস্তক, একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও তো বাবা, তোমার ওপর এই একবারটি রাখলুম আমার মুণ্ড উড়ানো শ্রীহস্ত···ওঃ—

(মস্তক স্পর্শ করিতে তাহা শূন্যে উঠিয়া গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

দৈত্য প্রাসাদের কক্ষ।

সুভদ্র ও বাণ

বাণ। দিকে দিকে বার্ত্তাবহ করেছি প্রেরণ—
যেথা যাক পুত্র তব···সুদক্ষ আমার চর
বেত্রাসুরে অবিলম্বে অন্বেষণ করিয়া আসিবে।

স্থির চিত্তে কর বীর,—
যাদব সমর মাঝে বাহিনী চালনা ;
যাও, রণাঙ্গণে করহ গমন !—

সুভদ্র। বেত্রাসুর ফিরিয়া আসিবে !
যাই মহারাজ, রণক্ষেত্রে যাই তবে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে !

(যাইতে গিয়া থামিল)

অই—অই—হাঃ হাঃ হাঃ—

বাণ। কি সুভদ্র !

সুভদ্র। বেত্রাসুর ! মম পুত্র বেত্রাসুর অই—

বাণ। কোথা ?

সুভদ্র। আকাশে মেঘের পরে !
কহে অভিমানে—পিতা,
তুমি মোরে বধ করিয়াছ···
কেন যাব তোমার নিকটে !
আসিবে না···আসিবে না ফিরে—

বাণ। সুভদ্র !

সুভদ্র। ইস্···দেখ দেখ···মেঘ কেন অত রাঙ্গা !
মেঘ চুয়ে রাঙা জল ঝরে !
ভিজে গেল বসন ভূষণ—
ওঃ—জল নহে···এযে রক্ত !
বেত্রাসুর বক্ষ রক্ত ধারা !

বাণ। সুভদ্র—সুভদ্র, এ কি কহ
উন্মাদের প্রলাপ বচন ! কোথা বেত্রাসুর !
কোথা রক্ত ধারা !—

সুভদ্র। তাইতো! কোথা বেত্রাসুর!
কোথা রক্ত তার!
রক্ত সে তো অস্ত্রেতে আমার!—

বাণ। কা'র রক্ত!

সুভদ্র। কেন? এই অস্ত্রে বেত্রাসুরে—

বাণ। মূর্খ! বেত্রাসুর নহে—
অনিরুদ্ধে অস্ত্র হানিয়াছ।

সুভদ্র। সত্য সত্য! অনিরুদ্ধে অস্ত্র হানিলাম···
বহিল রক্তের বাণ···স্পষ্ট দেখিয়াছি
অনিরুদ্ধ-বক্ষ-রক্ত-ধারা
খর স্রোতে প্লাবিল মেদিনী—

বাণ। তবে? তবে কেন কহ মূর্খ,—
বেত্রাসুর মৃত তব করে?

সুভদ্র। আমি নাহি কহি মহারাজ,
সেই রক্ত প্রতিক্ষণে তার-স্বরে কহে!
স্বপ্ন জাগরণে শুনি যেন রক্তের আহ্বান···
বলে মোরে···চেয়ে দেখ, পুত্রের শোণিত তোর
পিতা হয়ে চিনিলি না ওরে!
অনিরুদ্ধে অস্ত্র হানি···কহ মহারাজ···
তাহে কেন বেত্রাসুর মরে!—

বাণ। বেত্রাসুর মৃত নহে বাস্তব জগতে,
মৃত সে আজিকে শুধু
উন্মাদের অর্থহীন প্রমত্ত প্রলাপে!

সুভদ্র। মহারাজ!

বাণ। মৃত অনিরুদ্ধ দেহ নিজচক্ষে করেছি দর্শন ;
চিতানলে নিজে তারে করেছি অর্পণ ;
তোমার প্রলাপবাণী তিলমাত্র করি না প্রত্যয় !
হে সুভদ্র, জীবনে সকল যুদ্ধে
পার্শ্বে তুমি আছিলে আমার—
বীরত্বে পৌরুষের তব স্তম্ভিত ত্রিলোক···
সেই দেবজয়ী বীর, শমনের ত্রাস—
হেন পরিণাম তার এও কি সম্ভব !—

সুভদ্র। মহারাজ—মহারাজ !

বাণ। বিশ্রাম···বিশ্রাম লহ···
ক্লান্ত যদি জীবন সংগ্রামে !
অস্ত্র পরিহার কর,
সৈনাপত্য দিব অন্য জনে !

সুভদ্র। কভু নহে···কভু নহে···
পুত্রে বধিয়াছি কিম্বা শত্রু বধিয়াছি,
কিছু তার নাহি জানি আমি !
যা করেছি মুছে যাক স্মৃতি পট হতে।
এক সত্য বেঁচে থাক শুধু—
তুমি প্রভু, আমি তব দাস অনুগামী !

বাণ। সুভদ্র—

সুভদ্র। চলিলাম মহারাজ, যাদব সমরে।
আজি রণে রামকৃষ্ণে করিব নির্মূল···
কিম্বা প্রাণ রণাঙ্গণে দিব বলিদান।

[প্রস্থান।

(সুদক্ষিণার প্রবেশ)

সুদক্ষিণা। মহারাজ—

বাণ। কে! রাণী সুদক্ষিণা!

সুদক্ষিণা। কন্যা মোর চিতানলে ঝাঁপ দিতে চলে!

বাণ। চিতানলে ঝাঁপ দিবে উষা! কেন?

সুদক্ষিণা। মৃত পতি যার—
এ সংসারে বেঁচে থেকে কি লাভ তাহার!

বাণ। মৃত পতি! রাণী সুদক্ষিণা,—
বারম্বার এক কথা কহ! বলি নাই—
বাণ-কন্যা পতি কভু নহেক সে ঘৃণিত যাদব।
কৃষ্ণ বংশধরে···ত্রিলোক বিজয়ী বাণ
নন্দিনীরে করে না অর্পণ।—

সুদক্ষিণা। মানি প্রভু আদেশ তোমার;
কিন্তু এক ভিক্ষা চরণে দাসীর—
মৃত আজি অনিরুদ্ধ যদি···
তার প্রতি এ আক্রোশ ত্যজ মহাশয়!
প্রেম সে শাসন বাধা মানে না কখন!
উষা তারে ভালবেসেছিল—
সে কারণ চিতানলে হবে অনুগামী;
এ সময়ে করিও না অভাগীর প্রেমে অপমান!
প্রসন্ন হৃদয়ে তারে মরিবারে দেহ অনুমতি!

বাণ। ভাল! তাই হবে; যাদব প্রণয়মত্ত বাণের নন্দিনী
মৃত্যুদণ্ড যোগ শাস্তি তার!
কলঙ্কিত দেহ তার চিতানলে ভস্ম হয়ে যাক—

যাও রাণি, সানন্দে সম্মতি দিনু.
নন্দিনীর চিতা আরোহণে ;

[সুদক্ষিণার প্রস্থান ।

পারি যদি সে অগ্নি উৎসব তার
নিজ চক্ষে একবার দেখিয়া আসিব !

(দূতের প্রবেশ)

কি সংবাদ বার্ত্তাবহ !

দূত । যদু-সেণ অকস্মাৎ রণে ক্ষান্ত দিল !

বাণ । কেন ?—

দূত । নাহি জানি মহারাজ !
কহে যদুদূত···অর্দ্ধদণ্ড তরে তারা চাহে অবসর—

বাণ । এত শীঘ্র ক্লান্তি যাদবের !
হাঃ, হাঃ, হাঃ—
চলো দূত,—যদুগণে দানিব বিশ্রাম !

চতুর্থ দৃশ্য

বনভূমি ।

(রক্তাম্বর পরিহিতা উষা ও সুদক্ষিণা ।
উষা সুদক্ষিণাকে প্রণাম করিয়া উঠিল)

উষা । দাও মাগো, বিদায় তা হলে ;
কর আশীর্ব্বাদ···জীবনে পাইনি তাঁরে,
দেহান্তরে মৃত্যুর আঁধার পথে যেন দেখা পাই—

সুদক্ষিণা । উষা—উষা—নন্দিনী আমার !

উষা। অশ্রু জল ফেলিওনা মাগো!
সতী সীমন্তিনী তুমি…
পতির চরণ তীর্থ করিব দর্শন…
সে তো মোর সাধনার পুণ্যফল মাতা!
হাসি মুখে দাও গো বিদায়!

সুদক্ষিণা। কি কহিব! মাতা আমি—
তবু আজ স্বচক্ষে দেখিতে হবে কন্যার মরণ!
কাঁদিতে পাব না তবু—
অশ্রুজল গোপন রাখিতে হবে
হৃদয়ের তলে! হে বিধাতা,—
এর পূর্ব্বে মৃত্যু কেন দিলে না আমারে!

উষা। মাতা! মাতা!
কোথা তুমি বিশ্বের পাবক রূপ দেব বৈশ্বানর!
সম্মুখে উদিত হও সহস্র শিখায়।
রক্ত বর্ণ অনল ছটায়—
দগ্ধ কর…ভস্ম কর ভগবন্, এ দেহ আমার—

সুদক্ষিণা। উষা—উষা, অকস্মাৎ ওকি ঘোর রব!
রক্ত লেখা কেন হোথা গগণ সীমায়!

উষা। ভগবান বৈশ্বানর শুনেছে আহ্বান;
প্রলয় অনল আসে গ্রাসিতে আমায়!
এসো—এসো অগ্নি, লহ আত্মাহুতি।

সুদক্ষিণা। লেলিহান শিখা ওকি—
না—না ও যে শিখারূপী শত অশ্ব ধায়!
শতাশ্ব বাহিত রথ

রক্তবর্ণ কে পুরুষ ত্বরিতে চালায় !
ওই—ওই রথ নেমে আসে ধরণী সীমায় !

উষা। কে—কে তুমি রথের রথী রক্তিম শোভন ?

(বৈশ্বানরের প্রবেশ)

বৈশ্বানর। আমি বৈশ্বানর।
জলন্ত শিখায় তোমা ভস্মীভূত করিতে না'রিব !
তাই মাগো, রথে লয়ে আসিয়াছি শুনি আমন্ত্রণ !

উষা। একি বিপরীত কথা কহ ভগবন !
কেন মোরে ভস্মীভূত করিবে না তুমি ?
পতি মৃত যার—দেহ বিসর্জ্জন বিনা
কিবা গতি তার !

বৈশ্বানর। সত্য কথা—কিন্তু মাতা, বৈধব্য তো
স্পর্শে নি তোমারে !

উষা। স্পর্শে নি আমারে !

বৈশ্বানর। না···জীবিত তোমার পতি !

উষা। জীবিত ! জীবিত আমার স্বামী !
কোথায় ?

বৈশ্বানর। মম সনে আসিয়াছে ; পর্ব্বত শিখর পরে
রথ হতে নামি
ওই···ওই হের আসিতেছে
শত-সূর্য্য কণক প্রভায় !

(অনিরুদ্ধের প্রবেশ)

উষা। স্বামী—স্বামী,—

অনিরুদ্ধ। উষা ! প্রেয়সী আমার !

সুদক্ষিণা। অনিরুদ্ধ! ওরে বৎস, মৃত নহ তুমি!
নিদ্রাচ্ছন্ন আমি···কিম্বা হেরি
জাগরণে অদ্ভুত স্বপন!—

অনিরুদ্ধ। নহে স্বপ্ন মাতা! দানবের খড়্গ মুখে অলক্ষ্যে রহিয়া—
চক্রপাণী করেছিল চক্র আবর্ত্তন—
তাই মাতা, অনিরুদ্ধ জীবিত এখনো!
শিব নেত্রানল হতে বৈশ্বানর ক্রোড়ে আমি
লভেছি আশ্রয়; দেব রথ আমার অধীন;
এসো উষা, শীঘ্রগতি রথ মাঝে করি আরোহণ।
বায়ু বেগে দুই জনে যাব দ্বারকায়।

উষা। মা!

সুদক্ষিণা। চলে যা···চলে উষা···যা রে শীঘ্রগতি;
দৈত্যপুরী হতে ত্বরা স্বামী সনে কর পলায়ণ!

উষা। যাই তবে; আশীর্ব্বাদ কর মা জননী!

সুদক্ষিণা। আশীর্ব্বাদ! না—না আমি দৈত্যরাণী;
আমার সম্মুখে তোরা যাবি পলাইয়া
স্বচক্ষে হেরিব তবু জানাব না এ কাহিনী
পতিরে আমার!
কন্যাস্নেহ···কন্যাস্নেহ···না না···স্নেহ হতে
আরও উচ্চে কর্ত্তব্য কঠোর!
সর্ব্ব কর্ত্তব্যের সার পতির চরণ!
স্বামী—স্বামী!

অনিরুদ্ধ। উষা—উষা, শীঘ্র চলে এসো!

উষা। যাই মাগো, যাই তবে পতির আহ্বানে!

সুদক্ষিণা। চলে যা···চলে যা উষা !
কেহ যেন ধরিতে না পারে ! না—না—
এসো—এসো স্বামী ! কর্ত্তব্যে হইনু ভ্রষ্ট···
রক্ষা কর মোরে—

(বাণের প্রবেশ)

বাণ। এসেছি···এসেছি রাণী, তব আবাহনে,
কহ ত্বরা কি কারণ···একি অনিরুদ্ধ !
আরে মায়াধর দুষ্ট, এখনো জীবিত !
অস্ত্রাঘাতে এই দণ্ডে বধিব তোমারে !

অনিরুদ্ধ। অস্ত্রে লজ্জা নাহি দেহ দানবেন্দ্র বাণ !
মঙ্গল যদ্যপি চাহ, আপাততঃ অসি তব
কোষ-বদ্ধ রাখো—
নহে জেনো, আমি তব মূর্ত্তিমান কাল !

বাণ। তুমি ! হীনবল যাদব নন্দন ! তুমি কাল
ত্রিলোক বিজয়ী এই দৈত্যেন্দ্র বাণের ?
হা ! হা ! হা ! সাবধান রে যাদব,
রথ আরোহিতে যদি হও অগ্রসর—
দ্বিখণ্ড করিব শির জেন সুনিশ্চিত !

অনিরুদ্ধ। চলে এসো উষা !

বাণ। কোথা যাবি ঔদ্ধত্যের নে রে প্রতি ফল !

[অস্ত্রাঘাত, অস্ত্র দ্বিখণ্ড হইল ।

একি ! পর্ব্বত বিদীর্ণ হয় যেই অস্ত্রাঘাতে—
চূর্ণীকৃত হ'ল তব দেহের পরশে !

অনিরুদ্ধ। ইচ্ছা হয় অন্য অস্ত্র সন্ধানিতে পার।

বাণ। শিবশূল! শিবশূল! কি আশ্চর্য্য!
আবাহন করি তবু—
শিবশূল দেখা নাহি দেয়!

অনিরুদ্ধ। শুধু শিবশূল কেন? ইচ্ছা হয়
ডাক তবে ইষ্টদেব শিবে!
দেখ···শিব নিজে শোনে কিনা তব আবাহন!

বাণ। ইষ্টদেব মহেশ্বর! হীন যাদবের এই তীব্র অপমান
আর যে সহিতে না'রি!
দেখা দাও—দেখা দাও ত্বরা ভগবন্!
এখনো নীরব প্রভু! এলে না এখনো!

অনিরুদ্ধ। হাঃ হাঃ—আসিবে না তব ইষ্টদেব···
শুনিবে না তোমার আহ্বান!
যে বীর্য্য পৌরুষে তুমি দর্পিত দানব,
শঙ্করের সেই শক্তি অধিষ্ঠিত আজি মম দেহে!
আমারে প্রদানি তাঁর রুদ্র শক্তি যত—
শিব তব নিদ্রা যায় অচেতন শবদেহ হয়ে।
ইচ্ছা হলে···মৃন্ময় পাত্রের মত
তোমারে ভাঙ্গিতে পারি
এই মত মুষ্টি নিষ্পেষনে;
কিন্তু তব ভয় নাহি···বধিবনা তোমাসম অসহায় জনে!
চলে এসো উষা সতী, বৈশ্বানর রথে!

(প্রস্থানোদ্যত)

সুদক্ষিণা। স্বামী—স্বামী,—
কথা বল···বাধা দাও যাদব-তস্করে!

অনিরুদ্ধ। তস্কর নহিক মাতা,—জামাতা তোমার!
বৈশ্বানর, চালাও স্যন্দন;
নমস্কার লহ তবে পূজনীয় শ্বশুর ঠাকুর! [প্রস্থান।

বাণ। ও! হে শঙ্কর, এর চেয়ে কেন বধিলেনা মোরে
তোমার ত্রিশূলে!

সুদক্ষিণা। ঐ ঐ রথ ওঠে ব্যোম পথে!
ইষ্টদেব মহেশ্বর, তুমি নাকি ভকত বৎসল!
শ্রেষ্ঠভক্ত…বরপুত্র তব,—জীবিত মরণ সম
সহে অপমান—শিব তুমি শব হয়ে এখনো ঘুমাবে!

(পার্ব্বতীর প্রবেশ)

পার্ব্বতী। শিব যদি শব হয় কেন ভয় সতী?
শিবের শবের পরে
নৃত্য করে মৃত্যুরঙ্গে নিজে মহাকালী!

সুদক্ষিণা। এসেছিস্ জননী পার্ব্বতী?
পুত্রে তোর পরাজিয়া শত্রু চলে গেল!

পার্ব্বতী। কোথা যাবে! রুদ্র শক্তি
সুকৌশলে লভেছ যাদব,—
জান নাকি ওরে মূঢ়, রুদ্রের ঈশ্বরী-রূপা
রয়েছে রুদ্রাণী!
আশ্রিত ভকতে মোর কার সাধ্য করে অপমান!
বিশ্বলোক রোষাগ্নিতে করিব সংহার!
সংহার! সংহার— (প্রলয় সূচনা)

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। মা—মা—জননী পার্ব্বতী,—
রক্ষা কর…রক্ষা কর মাতা!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ।

(কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

বলরাম। হে কৃষ্ণ, এখনো কহ, কালি প্রাতে করিবে না রণ!

শ্রীকৃষ্ণ। কি ফল ফলিবে আর্য্য, ভেবে দেখ মনে;
যাদবের সর্ব্ব শক্তি প্রতিহত হয়েছে সমরে।
পরাজিত হয়েছে সাত্যকি,
দেব-নর-যক্ষত্রাস তুমি বলরাম,
তোমারেও মহা দৈত্য বিমুখিল রণে!

বলরাম। সেই গ্লানি রাত্রিদিন দহিছে অন্তরে।
হেন অপমান···হেন নির্য্যাতন কভু সহি নি জীবনে!
এক কথা শোন জনার্দ্দন, পার যদি—
দৈত্য-রক্তে ধৌত কর কলঙ্ক আমার;
নহে প্রাণ নিশ্চিত ত্যজিব।

শ্রীকৃষ্ণ। অধৈর্য্য হোয়োনা প্রভু,—
শঙ্কর পার্ব্বতী দোঁহে রক্ষিছে দানবে!
সে কারণ, অব্যর্থ রামের হল বাণ পুরী ধ্বংশীভূত করিতে নারিল!
রাম যদি নাহি পারে—কতটুকু সাধ্য বা আমার?

বলরাম। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। বিশেষতঃ রোষ-ক্ষুব্ধা পার্ব্বতীরে প্রসন্না করিতে,
বর দান করেছি তাহারে ;
আপনি না রণে যদি মানে পরাজয়—
কেহ তারে পরাজিতে পারিবে না কভু !

বলরাম। নিজে তুমি হেন বর দেছ ?

শ্রীকৃষ্ণ। কালি রণে অনুরোধে অস্ত্র ধরেছিনু ;
যত অস্ত্র হানি তারে গিরি গাত্রে লোষ্ট্র সম
দেখেছ ত, সবই ফিরে আসে।

বলরাম। কেন কর নাই তবে সুদর্শন চক্রের সন্ধান !

শ্রীকৃষ্ণ। কেমনে সন্ধানি বল ?
শিবশূল সুদর্শনে বাধিলে সঙ্ঘাত···
তিনলোকে আসিবে প্রলয় ।—

বলরাম। এখন উপায় তবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। বিষম সমস্যা আর্য্য, কি কর্ত্তব্য বুঝিতে না পারি !

(সাত্যকীর প্রবেশ)

সাত্যকী। রাম কৃষ্ণ দুইজনে রয়েছ হেথায় !
শোন আর্য্য, ঘোর দুঃসংবাদ !

বলরাম। কি বার্ত্তা সাত্যকী ?—

সাত্যকী। দূত মুখে করিনু শ্রবণ···
চামুণ্ডা কিঙ্করীগণ বৈশ্বানর রথ হতে
অনিরুদ্ধ ঊষা দোঁহে বাণ রাজে যেইক্ষণে করিল অর্পণ···
দুহিতা ও জামাতারে দুষ্ট দৈত্য
কারাগারে করেছে প্রেরণ—

বলরাম। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ,—

সাত্যকী। তা হতে অধিক শোন ভয়াবহ বাণী!
রাজ্য মধ্যে করেছে প্রচার···আজি নিশা শেষ যামে
ঊষা অনিরুদ্ধ দোঁহে
চণ্ডিকা মন্দিরে দৈত্য দিবে বলিদান।

বলরাম। এ কি সর্ব্বনাশ! এ কি সর্ব্বনাশ!
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, এখনও নীরব রবে!
ধরিবে না চক্র সুদর্শন!
করিবে না অত্যাচারী দানবে দমন!—

শ্রীকৃষ্ণ। দানব দমন···হ্যাঁ অবশ্য করিতে হবে!
মরণ-রঙ্গিণীরূপা নেহারি পার্ব্বতী
ঊষা অনিরুদ্ধ যবে অগ্নি রথে
পলায়ণে করিল প্রয়াস—
যবে ভীমা ডাকিনীরা ধাইল পশ্চাতে—
সত্য বটে, সেইদিন উদ্ধারিতে পারিনি দুজনে।
কিন্তু আজ···আজ দোঁহে নিশ্চিত রক্ষিতে হবে মৃত্যুর কবলে।
সে কারণ সুদর্শন! তাহাও ধরিব আর্য্য হলে প্রয়োজন!
শিবশূল কৃষ্ণ চক্রে হয় ত বা বিশ্বলোক ভাসিবে প্রলয়ে!
কি করিব আমি নিরুপায়!

বলরাম। কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। যাও এবে, ক্ষণকাল শুধু মোরে
চিন্তিবারে দেহ অবকাশ!
দেখি আর্য্য, সর্ব্বদিক এক সাথে রক্ষা হয়—কিম্বা নাহি হয়।—

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিব মন্দির।

(প্রাঙ্গণে বাণ ও সুদক্ষিণার প্রবেশ)

বাণ। না—না রাণী; অনুরোধ করো না আমারে!
উষা অনিরুদ্ধে আজি দিব বলিদান।

সুদক্ষিণা। প্রভু, পুত্র হীনা নারী আমি—পুত্রাধিক প্রিয় মোর
একমাত্র নন্দিনী সে উষা।

বাণ। তোমার নন্দিনী রাণী, নন্দিনী আমার!
বিনাশ করিতে তারে এ অন্তরে বাজে নাকি ব্যথা?
নির্ম্মম পাষাণ আমি; তবু আমি পিতা।

সুদক্ষিণা। অবাঞ্ছিত এই শোক-শেল
কেন তবে স্বেচ্ছায় বরণ কর—কহ মহারাজ?

বাণ। স্বেচ্ছায় নহেক রাণী, এই মৃত্যু আজি প্রয়োজন।
উষা অনিরুদ্ধ লাগি আরম্ভ সমর;
তাহাদের মৃত্যু বিনা থামিবে না রণ!

সুদক্ষিণা। কেন থামিবেনা! দোঁহারে অর্পণ কর—
শ্রীকৃষ্ণের করে!

বাণ। শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পিব!
গর্ব্বোদ্ধত এই শির পরাজয় মানি—
হীনমতি যাদবের চরণে লোটাব!
সাবধান…সাবধান রাণী সুদক্ষিণা,—
উচ্চারণ দূরে থাক—হেন কথা
পুনর্ব্বার ভেবো না অন্তরে!

সুদক্ষিণা। মহারাজ!

বাণ। তবু কি বিচিত্র রাণী! আশ্চর্য্য ঘটন!
কালি রণে যতবার কেশবে করিনু আমি অস্ত্রের সন্ধান
ততবার স্পষ্ট মনে হল ইষ্টদেবে করেছি আঘাত!
সুস্পষ্ট দেখেছি চোখে শঙ্করের দেহ হ'তে
ঝর ঝর বহিছে রুধির!
কেন···কেন আমি সে দৃশ্য হেরিনু!

সুদক্ষিণা। অভেদ শ্রীকৃষ্ণ শিব শুন মহাশয়!
যেই হরি···সেইজন হর।

বাণ। স্তব্ধ হও, স্তব্ধ কর রসনা মুখর!
ত্রিলোকের আদি দেব—সর্ব্বত্যাগী ঈশাণ শঙ্কর—
ইচ্ছায় সৃজন যার—ইচ্ছায় প্রলয়···
সেই মোর ইষ্টদেব ভগবান সনে
নরজীব নররূপী কৃষ্ণের তুলনা!
এত মতিভ্রংশ তব হয়েছে রমণী!

সুদক্ষিণা। রুষ্ট যদি হও তুমি, বলিবনা—
বলিবনা আর বার কভু!

বাণ। মায়াবী—মায়াবী কৃষ্ণ···পরম কুহকী;
রণক্ষেত্রে ধরেছিল শিবের মূরতি!
হোক মায়া···হোক প্রবঞ্চনা! তবু রাণী,—
সে করুণ দৃশ্য আমি দেখিতে পারি না!
শিব অঙ্গে রক্ত ঝরে মম অস্ত্রাঘাতে!
না—না—এ যুদ্ধ করিব আমি কালি অবসান,
উষা অনিরুদ্ধ দোঁহে দিব বলিদান!

বিফল প্রয়াসে কৃষ্ণ রণ পরিহরি
ফিরে যাবে ত্বরা দ্বারকায়।

সুদক্ষিণা। প্রভু !

বাণ। যাও রাণী, কারাগারে সুভদ্রেরে করেছি প্রেরণ—
আনিবারে বন্দী দোঁহে বলির কারণ !
চণ্ডিকা মন্দিরে বসি কর তাঁর পূজা আয়োজন ;
আমি যাই মহেশ্বরে করিতে প্রণাম।

[বাণের মন্দির প্রবেশ ও সুদক্ষিণার প্রস্থান।

(বাণ প্রণাম করিয়া উঠিতে শিব মূর্ত্তির অন্তরালে
মূর্ত্তিমান শিবের আবির্ভাব)

শিব। বাণ !

বাণ। এ কি ! আবির্ভূত তুমি ইষ্টদেব !

শিব। আমারে প্রণাম করি কোথা যাবে বাণ ?

বাণ। উষা অনিরুদ্ধ দোঁহে দিব বলিদান
আজি রাত্রে চণ্ডিকা মন্দিরে !

শিব। কেন চাহ বলি দিতে দোঁহে—
যুদ্ধ অবসান হয়···যদি তুমি পরাজয় মাগি —
পূজা কর শ্রীকৃষ্ণ-কেশবে !

বাণ। শ্রীকৃষ্ণ কেশবে পূজা !
হেন বাণী তুমি কহ ইষ্টদেব মোরে !

শিব। বাণ !

বাণ। এই হস্তে—এই হস্তে আজীবন
পূজাঞ্জলী দিছি আমি ইষ্ট মহেশ্বরে—
কেমনে অঞ্জলী দিব মর্ত্ত্যের মানবে ?

শিব। মর্ত্ত্যের মানব কৃষ্ণ, তবু যেন,
পূর্ণব্রহ্ম আপনি ঈশ্বর!
ভেদজ্ঞান নাহি কর···কৃষ্ণ শিব দোঁহে ইষ্ট তব!
যেই হরি সেই তব হর!

বাণ। অদ্ভুত বিচিত্র কথা বোলো না ঈশ্বর!
কৃষ্ণ যদি, সত্য সত্য হয় ভগবান;
দুই দেহে শিব কৃষ্ণ এক আত্মা যদি—
তবু আমি ওগো হর, তোমারেই পূজিব কেবল!
বনমালী শ্যামরূপ দূরে চলে যাক;
বিভূতি ভূষণ শিব নাগমালা ধারী···
তুমি শুধু ইষ্টরূপে থাক মম পুরে!

শিব। একেশ্বর হরি হর দুই মূর্ত্তিধারী···
একে তেয়াগিয়া তুমি অপরে পূজিবে?
ত্যজ···ত্যজ তবে শ্রীকৃষ্ণেরে,
দেখিব কেমনে···কৃষ্ণেরে বর্জ্জন করি
পূজিবে শঙ্করে!—

(হরিহর মূর্ত্তির আবির্ভাব)

বাণ। একি! একি রূপে এলে মহেশ্বর!
অর্দ্ধ জটা জুট···নাগমালা ক্ষীণ শশি লেখা···
অর্দ্ধশিরে কুঞ্চিত অলক···
তাহে শোভে শিখি পাখা চূড়া!
অর্দ্ধগলে হাড় মালা·· অর্দ্ধগলে বনফুল হার···
অর্দ্ধ বাঘছাল·· অর্দ্ধ বাস হেরি পীতাম্বর!
মরি মরি অর্দ্ধ তনু ভস্মমাখা···অর্দ্ধ তনু চন্দন চর্চ্চিত—

অর্দ্ধেক রজত বর্ণ·· অন্য অর্দ্ধ মেঘ-বিনিন্দিত !
বুঝেছি···বুঝেছি আমি···ওগো লীলাময়,
হরিহর এক দেহে হয়েছ অভেদ !
যেই কৃষ্ণ···সেই শিব···এতক্ষণে বুঝিনু নিশ্চয় !
দাঁড়াও দাঁড়াও হে অপরূপ ভুবন ঈশ্বর,—
হরসনে হরিপদে দিব আজ প্রথম অঞ্জলী ;
লয়ে আসি অর্দ্ধাঙ্গিনী মম !
সুদক্ষিণা—সুদক্ষিণা— রাণী সুদক্ষিণা !

(প্রস্থানোদ্যত···হরিহর মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান···সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। দৈত্যরাজ—

বাণ। কেশব ! হাড়মালা, চন্দ্রচূড়া লুকায়েছ
অমনি কুহকী ?—
দাঁড়াও···দাঁড়াও কৃষ্ণ, লয়ে আসি মহিষীরে মম—
প্রথম অতিথি তুমি···পূজা তব করি এক সাথে !

শ্রীকৃষ্ণ। আসি নাই আতিথ্য লইতে তব—শুন বাণ রাজ !
যাদব শ্রীকৃষ্ণ আমি ; অরাতি তোমার !
আসিয়াছি রণ বাঞ্ছা লয়ে।

বাণ ! রণবাঞ্ছা !

শ্রীকৃষ্ণ। ঊষা অনিরুদ্ধে তুমি আজি রাত্রে শুনিলাম, চাহ বলি দিতে—

বাণ। সত্য শুনিয়াছ কৃষ্ণ, বলি দিব দোঁহে।

শ্রীকৃষ্ণ। সে সঙ্কল্প ত্যজিতে হইবে !

বাণ। কভু নহে, প্রতিজ্ঞা কঠোর মম···দিব বলিদান।
মৃত্যুর অতীত তীরে প্রেরিব দুজনে।

শ্রীকৃষ্ণ। তার পূর্ব্বে স্থির জেনো বাণ রাজ,
আবাহন মাত্রে মোর চক্র সুদর্শন
স্কন্ধচ্যুত করিবে তোমারে !

বাণ। বেশ ! অটুট সঙ্কল্প মম শুন চক্রধারী,
ডাক তব চক্র সুদর্শনে !

শ্রীকৃষ্ণ। অস্ত্রহীন তুমি বাণ রাজ,—
কার্ম্মুক, কৃপাণ, শূল···যাহা ইচ্ছা তব
অস্ত্রসজ্জা করে এসো ত্বরা ;
দেখি আজ কে তোমার মৃত্যু রোধ করে !

বাণ। ভুল বলিতেছ কৃষ্ণ, শূল অস্ত্র নহে···
আজি মোর যুদ্ধ অস্ত্র শুধু—
ভকতি-চন্দন মাখা অন্তরের ফুল !
সেই অস্ত্রে সেজেছি সমরে !
সঙ্কুচিত কেন তুমি !
পার যদি হান···হান ত্বরা চক্রপাণী,
হান সুদর্শন।

শ্রীকৃষ্ণ। বাণ—বাণ !

বাণ। কম্পিত অধর কেন···অশ্রু কেন নয়নের কোলে ?
হানিলে না চক্র সুদর্শন ?
হাঃ হাঃ হাঃ···চিন্তা ত্যজ দেব চিন্তামণি !
নিজে···নিজে আমি পরাজয় মানিনু সমরে !
শিরে মোর পাদস্পর্শ করহ শ্রীহরি !

শ্রীকৃষ্ণ। বুঝিয়াছি বাণ, ভক্তির সমরে তব
সুদর্শন ব্যর্থ হয়ে যাবে !

পরাজয় গ্লানি হতে রক্ষিতে আমারে—
সে কারণ মেগে নিলে নিজে পরাজয় !
বর বাঞ্ছা কর দৈত্যরাজ !

বাণ। অপ্রাপ্ত কিছুই নাই জগতে আমার !
একমাত্র নিবেদন···দিবে যদি বর—
আজ্ঞা কর, ঊষা অনিরুদ্ধ দোঁহে দিব বলিদান।

শ্রীকৃষ্ণ। বাণ—বাণ !

বাণ। বাক্য-বদ্ধ তুমি হে কেশব,
ইচ্ছা হয় দেহ বর—ইচ্ছা নাহি হয়—
নিজ বাক্য করহ খণ্ডন !

শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তে দানিয়াছি বর, কেমনে সে বাক্য মোর হইবে নিষ্ফল !
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাবে, যুগে যুগে অনিরুদ্ধ ঊষা শোকে,
হয় তো বা কাঁদিতে হইবে ! তবু···তবু মোর ভক্তের কামনা,
সে কেমনে অপূর্ণ রাখিব !

বাণ। জনার্দ্দন, জনার্দ্দন,—বর দিলে করহ স্বীকার।

শ্রীকৃষ্ণ। তথাস্তু···তথাস্তু—
(ঊষা অনিরুদ্ধকে লইয়া রাণী সুদক্ষিণার প্রবেশ)

অনিরুদ্ধ। ভগবন্···ভগবন্, আসিয়াছ তুমি !
দৈত্য চাহে বলিদান করিতে মোদের !

বাণ। সে কামনা শুধু এই দানবের নহে—
ঐ···ঐ তব ভগবানে করহ জিজ্ঞাসা ;
ভগবানও তোমাদের আত্মবলি চায় !

অনিরুদ্ধ। সেকি ভগবন্ !

বাণ। কথা বল জনার্দ্দন! কেন ভাস নয়নাশ্রু জলে!
প্রাণ-প্রিয় অনিরুদ্ধ শুধায় তোমায়—
মুক্ত কণ্ঠে কহ তারে কি ইচ্ছা তোমার?

শ্রীকৃষ্ণ। অনিরুদ্ধ···অনিরুদ্ধ···প্রাণ-প্রিয় মোর!
(আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন)

অনিরুদ্ধ। একি প্রভু, কেন পুনঃ করিছ ক্রন্দন!
কেন নাহি উচ্চৈস্বরে কহ একবার—
এসেছি রক্ষিতে আমি প্রদ্যুম্ন নন্দনে;
মুক্ত করে লব তারে দানব বিনাশি!

বাণ। হাঃ হাঃ হাঃ—

অনিরুদ্ধ। তবু···তবু তুমি কথা নাহি কহ!
তবু অশ্রু ধারা বহে ব্যাপিয়া কপোল!
তবে কি·· তবে কি প্রভু, ইচ্ছা তব
মৃত্যু আমাদের! উষা—

উষা। স্বামী—

অনিরুদ্ধ। ভগবান চাহিছেন মোদের জীবন;
হয়েছ প্রস্তুত প্রিয়া?

উষা। আমি তো প্রস্তুত স্বামী!
যেথা লয়ে যাবে তুমি—আমি তব যাব সাথে সাথে!

অনিরুদ্ধ। আশঙ্কা নাহিক মনে?
কাঁদিবে না বল প্রিয়া মরণের কালে?

উষা। কেন প্রভু, করিব ক্রন্দন?
তুমি পার্শ্বে আছ মোর ··
হাসিতে হাসিতে এবে মরণেরে দিব আলিঙ্গন!

বাণ। প্রস্তুত···প্রস্তুত তোমরা তবে আত্মবলি দিতে?

[ঊষা অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিল ;
শ্রীকৃষ্ণ দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।

অনিরুদ্ধ। দিব এবে আত্মবলি সানন্দ হৃদয়ে!
চল দৈত্য, মন্দির বাহিরে··
গ্রহণ করিবে যেথা জীবন মোদের।

শ্রীকৃষ্ণ। অনিরুদ্ধ···অনিরুদ্ধ—

[অনিরুদ্ধ ও ঊষা প্রস্থানোদ্যত ; বাণ উভয়ের
হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল।

বাণ। আরে মূঢ়, কোথা যাও!
শোন না কি···ডাকে ভগবান!

অনিরুদ্ধ। বলিদান···চল দৈত্য,—
কোথা লবে প্রাণ বলিদান!

বাণ। প্রাণ বলিদান! হাঃ হাঃ হাঃ—
রে অবোধ, আমি চাহি নাই নিজে তোদের জীবন।
মানুষের দেহে আজ আবির্ভূত দেখিয়াছি—
পূর্ণব্রহ্মরূপী ভগবানে!
সে বিচিত্র আবির্ভাবে পূজিবারে সাধ
জীবনের শ্রেষ্ঠ পুষ্প দিয়া—
আমার নয়নানন্দ এই দুটী সন্তানে অর্পিয়া!

অনিরুদ্ধ। }
ঊষা। } পিতা!—

বাণ। ওরে চুপ, চুপ, কথা নয়—
বলি নিতে দাঁড়ায়ে ঈশ্বর!
ওরে অনিরুদ্ধ উষা, আয়···তোরা আয়···
জীবন-মালঞ্চে মোর মধু-গন্ধী অম্লান কুসুম,—
সমর্পণ করি আজ তোদের দুজনে···
নররূপী নারায়ণ···একাত্মজ হরিহর···
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পায়!

(উভয়েকে শ্রীকৃষ্ণের পদতলে সমর্পণ)